[২০২০] ৪ এস.সি.আর. ১১৩০

হিরা সিংহ এবং অন্যান্যরা

বনাম

ভারত সরকার এবং অন্যরা

(২০১৭ সালের ফৌজদারি আবেদন নং ৭২২)

২২ এপ্রিল ২০২০

[অরুণ মিশ্র, ইন্দিরা ব্যানার্জী এবং এম. আর. শাহ, বিচারকদ্বয়]

মাদকদ্রব্য বা মানসিক উদ্দীপক পদার্থ আইন, ১৯৮৫ – ধারা ২১ – মাদকদ্রব্য বা মানসিক উদ্দীপক পদার্থের মিশ্রণের ক্ষেত্রে, যেখানে একটি বা একাধিক নিরপেক্ষ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, সেখানে নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণ বাদ দেওয়া যাবে না এবং অপরাধমূলক মাদকদ্রব্যের প্রকৃত ওজনের সাথে মিলিয়ে "ছোট পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ" নির্ধারণের সময় তা বিবেচনায় নিতে হবে – ই. মাইকেল রাজ মামলায় বিপরীত মত যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে তা সঠিক আইন নয় – ধারা ২১ স্বাধীন ধারাবলী নয় এবং আইন এর অন্যান্য বিধানসমূহ যেমন নোটিফিকেশন নম্বর এস.ও. ২৯৪২(ই) তারিখ ১৮.১১.২০০৯ এবং নোটিফিকেশন এস.ও ১০৫৫(ই) তারিখ ১৯.১০.২০০১ সহ বিবেচনা করে ব্যাখ্যা করতে হবে – ১৯.১১.২০০৯ তারিখের নোটিফিকেশন যা ১৯.১০.২০০১ তারিখের নোটিফিকেশনে "নোট ৪" যোগ করেছে, যেখানে মাদকদ্রব্য আইনের আওতাধীন ছোট পরিমাণ এবং বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি স্পষ্টতর্কে করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য করা হয়েছে এবং সেটি আইনের কাঠামো ও সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহের বিরুদ্ধে নয় – মাদক পাচার।

রেফারেন্সের জবাবে, আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছে:

১। ই. মাইকেল রাজ মামলায় যেখানে বলা হয়েছে যে মাদকদ্রব্য বা মানসিক উদ্দীপক পদার্থের মিশ্রণে নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণ বিবেচনায় আনা হবে না এবং শুধুমাত্র মাদকদ্রব্যের প্রকৃত ওজনই "ছোট পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ" নির্ধারণে প্রাসঙ্গিক, সেখানে এই আদালত ১৯.১০.২০০১ তারিখের নোটিফিকেশনের সংশ্লিষ্ট প্রবেশিকা বিবেচনা করেনি। যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তা হেরোইন, যা প্রবেশিকা ৫৬ এর আওতাভুক্ত। বাজেয়াপ্তকৃত বস্তু অপিয়াম বা অপিয়াম থেকে উদ্‌ভূত নয়।

১। এই আদালত থেকে কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি যে এটি ধারা ২৩৯ এর অধীনে পড়বে, অর্থাৎ যেকোনো মিশ্রণ বা প্রস্তুতি যা নিরপেক্ষ পদার্থসহ বা ছাড়া হতে পারে। অতএব, নেশাজাতীয় ওষুধ বা মানসিক প্রভাবক পদার্থের মিশ্রণের মামলা এই আদালতের সরাসরি বিবেচনার বিষয় ছিল না। এমনকি এই আদালত ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির নোট ২ বিবেচনায় নিয়েছে বলে প্রতিত হয় না। যদি নোট ২ এই আদালত বিবেচনা করত এবং বাজেয়াপ্ত দ্রব্য "হেরোইন" হত এবং বাজেয়াপ্ত পরিমাণ ৪.৫ কেজি হেরোইন হতো, তবে আদালত এটিকে "বাণিজ্যিক পরিমাণ" হিসেবে বিবেচনা করত, কারণ ধারা ৫৬ অনুযায়ী ৫ গ্রাম "সামান্য পরিমাণ" এবং ২৫০ গ্রাম বা তার বেশি "বাণিজ্যিক পরিমাণ" বলে নির্ধারিত। সংশোধনী আইন, ২০০১ সম্পর্কিত উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন বা বিবেচনা করা হয়নি এবং সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। সংশোধনী আইন, ২০০১ সম্পর্কিত উদ্দেশ্য ও কারণের বিবেচনায়, যেখানে দুই ধাপের শাস্তি বিধান করা হয়েছে — একটি সামান্য পরিমাণের জন্য এবং অন্যটি বাণিজ্যিক পরিমাণের জন্য — বলা যাবে না যে আইনপ্রণেতার ইচ্ছা ছিল শুধু অপরাধমূলক ওষুধের ওজন অনুযায়ী সামান্য পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণ করা।

২। নেশাজাতীয় ওষুধ আইন, ১৯৮৫ এর প্রস্তাবনায় উল্লেখ আছে, এটি নেশাজাতীয় ওষুধ সম্পর্কিত আইন একত্রিত এবং সংশোধন করার জন্য একটি আইন, যার মাধ্যমে নেশাজাতীয় ওষুধ ও মানসিক প্রভাবক পদার্থের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং প্রবিধান কঠোর করার পাশাপাশি এসবের অবৈধ ব্যবসায় থেকে প্রাপ্ত বা ব্যবহৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের বিধান করা হয়। উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি এবং নেশাজাতীয় ওষুধ আইনের প্রস্তাবনা থেকে স্পষ্ট যে এই আইন একটি নিষেধাজ্ঞা হিসাবে কাজ করবে এবং বিধানসমূহ যথেষ্ট কঠোর হবে যেন তা নিষেধাজ্ঞা হিসেবে কার্যকর হয়; আইনপ্রণেতার উদ্দেশ্য কখনও ছিল না নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণ বাদ দিয়ে শুধু অপরাধমূলক ওষুধের প্রকৃত ওজন বিবেচনা করা, যা সামান্য বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ধারা ২ এর উপধারা (ভিভা) এবং (এক্সএক্সএক্সআইআইআইএ) থেকে শুরু করে (২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৭ এবং ৪৩) পর্যন্ত, জোর দেওয়া হয়েছে নেশাজাতীয় ওষুধ এবং মানসিক প্রভাবক পদার্থের উপর। ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির সংযুক্ত টেবিলেও দেখা যায়, কলাম নং

২ তে নেশাজাতীয় ওষুধ এবং মানসিক প্রভাবক পদার্থের নাম এবং কলাম নং ৫ ও ৬ তে "সামান্য পরিমাণ" এবং "বাণিজ্যিক পরিমাণ" নির্ধারিত। বিজ্ঞপ্তির নোট ২ স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয় যে টেবিলে উল্লেখিত প্রতিটি ওষুধের বিরুদ্ধে দেখানো পরিমাণ সেই ওষুধের প্রস্তুতি এবং নোট ১ এর প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নোট ১ অনুযায়ী, টেবিলের ওষুধগুলোর বিরুদ্ধে প্রদত্ত সামান্য ও বাণিজ্যিক পরিমাণ প্রযোজ্য হয় সংশ্লিষ্ট আইসোমারস্ ...যেখানে এর অস্তিত্ব সম্ভব। অতএব, কলাম নং ২ তে উল্লেখিত নেশাজাতীয় ওষুধ এবং মানসিক প্রভাবক পদার্থের ক্ষেত্রে "সামান্য পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ" নির্ধারণে কলাম ৫ ও ৬ তে দেওয়া পরিমাণ বিবেচনায় নিতে হবে। তবে, যদি নেশাজাতীয় ওষুধ / মানসিক প্রভাবক পদার্থের মিশ্রণ থাকে যেগুলো কলাম নং ২ তে উল্লেখিত, এবং যেকোনো মিশ্রণ বা প্রস্তুতি নিরপেক্ষ পদার্থসহ বা ছাড়া থাকে, তবে মিশ্রণের অংশবিশেষ হিসেবে থাকা প্রতিটি নেশাজাতীয় ওষুধ বা মানসিক প্রভাবক পদার্থের বিরুদ্ধে দেওয়া সামান্য পরিমাণের মধ্যে সর্বনিম্ন পরিমাণ এবং বাণিজ্যিক পরিমাণের মধ্যে সর্বনিম্ন পরিমাণ বিবেচনা করতে হবে। যেমন উদাহরণস্বরূপ, যদি ১০০ গ্রাম মিশ্রণ বাজেয়াপ্ত হয়, যেখানে মিশ্রণে দুই ধরণের নেশাজাতীয় ওষুধ এবং মানসিক প্রভাবক পদার্থ ও নিরপেক্ষ পদার্থ রয়েছে — একটির নাম হেরোইন এবং অপরটির মেথাডোন — তবে উল্লেখিত দুই ওষুধের মধ্যে বাণিজ্যিক পরিমাণের সর্বনিম্নটি বিবেচনা করতে হবে। "সামান্য পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ" নির্ধারণের ক্ষেত্রে, ধারা ২৩৯ এর ক্ষেত্রে মিশ্রণ/ওষুধের মোট ওজন বা নিরপেক্ষ পদার্থের ওজনও বিবেচনায় নিতে হবে, যা উপরের কথাগুলোর সাপেক্ষে। যদি এই আদালতের "ই. মাইকেল রাজ" মামলার মতামত গ্রহণ করা হয়, তাহলে এটি সংশ্লিষ্ট বিধানে এমন কিছু যোগ করা হবে যা সেখানে নেই এবং যা আইনপ্রণেতার উদ্দেশ্যও ছিল না।

৩। এটি উল্লেখযোগ্য যে অবৈধ ওষুধ সাধারণত শুদ্ধ রূপে বিক্রয় হয় না। এগুলো প্রায়শই অন্য পদার্থ দিয়ে মেশানো বা কাটছাঁট করা হয়। কফেইন হেরোইনের সঙ্গে মেশানো হয়,

যা হেরোইনকে কম তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হতে সাহায্য করে। এটি ব্যবহারকারীদের দ্রুত ওষুধ গ্রহণ করতে এবং ত্বরিত প্রভাব অনুভব করতে সহায়তা করতে পারে। অ্যাসপিরিন, চূর্ণিত ট্যাবলেট, এগুলোর পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকতে পারে ঔষধের প্রতিপালন ডোজ পরিবর্তন করার জন্য। হেরোইনের উদাহরণ নেওয়া যাক। এটি একটি শক্তিশালী ও অবৈধ রাস্তার ঔষধ এবং মরফিন থেকে উদ্ভূত অপিয়েট। এই ঔষধ সহজেই বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে "কাটা" হয়। অর্থাৎ, মাদক বিক্রেতারা অন্যান্য মাদক বা অমাদকীয় পদার্থ মিশিয়ে নিজের খরচ কমিয়ে অধিক পরিমাণে বিক্রি করে থাকেন। ব্রাউন-সুগার/স্ম্যাক সাধারণত গুঁড়ো আকারে পাওয়া যায়। এর মধ্যে মাত্র প্রায় ২০% হেরোইন থাকে। হেরোইনের সাথে অন্যান্য পদার্থ যেমন চক পাউডার, জিঙ্ক অক্সাইড মিশ্রিত থাকে, যার ফলে এই মাদক দুষ্প্রাপ্য এবং সস্তা হলেও অধিক বিপজ্জনক হয়। এগুলো কেবল কয়েকটি উদাহরণ মাত্র যা দেখায় এবং প্রমাণ করে যে নেশাজাতীয় ওষুধ বা মনস্তাত্ত্বিক পদার্থের মিশ্রণ আরও বিপজ্জনক। অতএব, যা ক্ষতিকর বা অপকারী তা হল সম্পূর্ণ মিশ্রণ/ট্যাবলেট যার মধ্যে নিরপেক্ষ পদার্থ এবং নেশাজাতীয় ওষুধ বা মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ থাকে। অতএব, যদি স্বীকার করা হয় যে কেবলমাত্র আপত্তিকর ঔষধের আসল ওজনই প্রাসঙ্গিক যা ছোট পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্য বিবেচ্য, তবে এনডিপিএস আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ব্যর্থ হবে। "বাণিজ্যিক পরিমাণ" এর জন্য শাস্তি কিছু হলেও, তা অবশ্যই আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য ছিল না। "উৎপাদন", "উৎপাদিত ঔষধ" এবং "প্রস্তুতি" এর সংজ্ঞা একসঙ্গে বিবেচনা করলে, এই ধরনের "উৎপাদিত ঔষধ" বা "প্রস্তুতি" এর মোট ওজন, নিরপেক্ষ পদার্থসহ, ছোট পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণে বিবেচনা করতে হবে। যদি এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, তবেই এনডিপিএস আইনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য পূরণ হবে। অন্য যেকোনো অর্থে ব্যাখ্যা করলে এনডিপিএস আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ব্যর্থ হবে। আইনটি প্রতিবিধানমূলক।

৪। মাদকাসক্তির সমস্যা আন্তর্জাতিক এবং মাফিয়া সারা বিশ্বে সক্রিয়। এটি সমাজবিরোধী অপরাধ এবং কঠোর হাতে মোকাবেলা করা প্রয়োজন। ভারতের যুব সমাজে মাদকের ব্যবহার বেড়েছে। মাদক ব্যবহারের মাধ্যমে জাতিকে দুর্বল করার চক্রান্ত চলছে। ব্রিটিশ শাসনের সময়, বিপজ্জনক মাদকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণে অপিয়াম আইন ১৮৫৭,

অপিয়াম আইন ১৮৭৫ এবং বিপজ্জনক মাদক আইন ১৯৩০ প্রয়োগ করা হয়েছিল। তবে সময়ের সঙ্গে অবৈধ মাদক সঞ্চালনের ক্ষেত্রে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে অপব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমান আইনের অনেক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং, এই দুর্বলতা ও সমস্যাগুলি দূর করার জন্য নেশাজাতীয় ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ সম্পর্কিত একটি বিস্তৃত আইন প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল, যার ফলে এনডিপিএস আইন প্রণীত হয়। এই আইন একটি বিশেষ আইন এবং একটি মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন যা জনস্বাস্থ্য ও জাতীয় স্বাস্থ্যের রক্ষায় কার্যকর। দোষীদের সাজা পাওয়া উচিত এবং নিরপরাধদের মুক্তি দিতে হবে। মাদক চোরাচালানের শাস্তির অংশ গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তার প্রতিরোধমূলক অংশ আরো গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, নেশাজাতীয় ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থের অবৈধ সঞ্চালন প্রতিরোধের জন্য আইন প্রণীত হয়েছে। এর লক্ষ্য অপরাধ সংঘটনের পরে শাস্তি দেওয়া নয়, বরং অপরাধ প্রতিরোধ। আদালতকে নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। অতএব, এনডিপিএস আইনের বিধানগুলি এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সমাজের সামগ্রিক প্রভাব বিবেচনা করে ব্যাখ্যা করতে হবে; আইনটিকে আনুগত্যপূর্বক ব্যাখ্যা করতে হবে, উদার ব্যাখ্যা নয়, যা আইনটির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং ভূমিকা ব্যর্থ করতে পারে।

৫। কেন্দ্র সরকারের ১৮/১১/২০০৯ তারিখের নোটিফিকেশন নং ২৯৪২(ই) এর বিরুদ্ধে আনা চ্যালেঞ্জটি, যার মাধ্যমে ১৯/১০/২০০১ তারিখের নোটিফিকেশন এস.ও.১০৫৫(ই)-তে "নোট ৪" যোগ করা হয়েছে এবং যার মাধ্যমে নেশাজাতীয় ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থের ছোট পরিমাণ ও বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে, তা পরিষ্কারকরণমূলক বা অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য বলা যেতে পারে।

ই. মাইকেল রাজ বনাম গোয়েন্দা আধিকারিক, ন্যারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো (২০০৮) ৫ এসসিসি ১৬১ : [২০০৮] ৪ এসসিআর ৬৪৪ – ভাল আইন নয়।

এম জাফর আলম বনাম রাষ্ট্র, ফৌজদারি বিবাদ নং ৩৭৪৬১ বছর ২০১১ ; নির্বাহী সংস্থা বনাম দীপক মহাজন এবং অন্য (১৯৯৪) ৩ এসসিসি ৪৪০ : [১৯৯৪] ১ এসসিআর ৪৪৫ ; ঔসেফ বনাম কে.এস. রাজ্য (২০০৪) ৪ এসসিসি

৪৪৬ ; মুরলীধর মেঘরাজ লোয়া এবং অন্য বনাম মহারাষ্ট্র রাষ্ট্র এবং অন্যান্য (১৯৭৬) ৩ এসসিসি ৬৮৪ : [১৯৭৭] ১ এসসিআর ১ ; রীমা আগরওয়াল বনাম অনুপম এবং অন্যান্য (২০০৪) ৩ এসসিসি ১৯৯ : [২০০৪] ১ এসসিআর ৩৭৮ ; রাজিন্দর সিং বনাম পাঞ্জাব রাষ্ট্র (২০১৫) ৬ এসসিসি ৪৭৭ : [২০১৫] ২ এসসিআর ৮৩৫ – উল্লেখিত।

চ্যাপম্যান বনাম ইউনাইটেড স্টেটস (১৯৯১) ৫০০ ইউএস ৪৫৩ – উল্লেখিত।

মামলার অনুচ্ছেদ তথ্য

[২০০৮] ৪ এস সি আর ৬৪৪	ভালো আইন নয়।	অনুচ্ছেদ ১
(২০০৪) ৪ এস সি সি ৪৪৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২.১
[১৯৭৭] ১ এস সি আর ১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২.১৩
[২০০৪] ১ এস সি আর ৩৭৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২.১৩
[২০১৫] ২ এস সি আর ৮৩৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২.১৩
[১৯৯৪] ১ এস সি আর ৪৪৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮.১

দেওয়ানি/ফৌজদারি/মূল আবেদনের এখতিয়ার: ২০১৭ সালের ফৌজদারি আবেদন নং ৭২২।

দিল্লী উচ্চ আদালতের ৬ই নভেম্বর, ২০১২ সালের রায় ও আদেশ থেকে, যা হয়েছে নিউ দিল্লীতে, ডব্লিউ.পি. (দণ্ডবিধি) নম্বর ১৫৫২, ২০১০ সালের।

সাথে

দেওয়ানি আপীল নম্বর ৫২১৮, ২০১৭ সালের, দণ্ডবিধি আপীল নম্বর ৪৪৪, ৮৮৪, ৯৮৪, ২০১৬ সালের, ৭২১, ১৫৫৭, ৩৮৮, ১৬৭৮, ২১৫৬, ২১৫৫, ২০১৭ সালের, ডব্লিউ.পি. (দণ্ডবিধি) নম্বর ১৮৬, ২০১৪ সালের, ৭৭ এবং ১৫৪, ২০১৬ সালের।

অ্যামান লেখি, সহকারী সরকারী পরামর্শক, বিকাশ মহাজন, উপসহকারী আইনগত পরামর্শক, আর. বালাসুব্রমণিয়ান, মনোজ স্বরূপ, আনন্দ গ্রোভার, সিনিয়র অধিবক্তা, শ্রীমতী সুনিতা রানী সিং, বি. কৃষ্ণ প্রাসাদ, বিবু শঙ্কর মিশ্র, এস.এস. রায়, বি.ভি. বলরাম দাস, শ্রীমতী সম্পতা পি. মিশ্রা, শ্রীমতী সীমা বেনগানি, আনাস জায়েদ, শ্রীমতী বিনু টমটা, ঋত্বিক ঋষভ, শ্রীমতী শিবানি মিশ্রা, উজ্জ্বল সিনহা, শ্রীমতী মেহক হুরিয়া, অণিকেত সেথ, শ্রীমতী লক্ষিতা সাচদেব, শ্রীমতী দিব্য বেহল, বিপুল জিন্দাল, অজয় কুমার, নীলমণি পন্ত, শ্রীমতী বিদিশা স্বরূপ, শ্রীমতী ত্রিপ্তি টন্ডন, সুনীল ফার্নান্ডেজ, সম্মায়ক গাঙ্গওয়াল, আর.কে. কাপুর, শ্রীমতী শুভতা কাপুর, রাজাত কাপুর, আনিস আহমেদ খান, শ্রীমতী প্রিয়া পাণ্ডেয়া, রেনজিত বি. মারার, শ্রীমতী লক্ষ্মী এন. কৈমাল, মেহেন্দ্র কুমাওয়াট, এ. কার্তিক, সঙ্গ্রাম এস. সারোন, নিহিল জৈন, শ্রী পাল সিং, শ্রীমতী উপাসনা নাথ, অনুপম

মিশ্রা, পি.ডি. শর্মা, সুধীর কুমার গুপ্ত, বিনোদ শর্মা, অনিল কুমার, জয়দীপ রয়, নিশে রাজেন শঙ্কর, শ্রীমতী অনু কে. জয়, আলিম আনভর, বিপিন নাইর, পি.বি. সুরেশ, কার্তিক জয়সংকর, জগজিৎ সিং ছাবড়া, শ্রীমতী জাসপ্রীত গোগিয়া, এম.পি. পার্থিবন, এ.এস. বৈরাওয়ান, আর. সুধাকরন, হারদিক গৌতম, শ্রীমতী শালিনী মিশ্রা, শ্রীমতী স্নেহা কালিতা, জোহেব হোসেন, কে. মেহরোত্রা, উপস্থাপিত পক্ষের অধিবক্তাগণ।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এম আর. শাহ, বিচারপতি

১। এই আদালতের ই. মাইকেল রাজ বনাম গোয়েন্দা অফিসার, নেশাজাতীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (২০০৮) ৫ এসসিসি ১৬১ মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হয়ে যে, যখন কোনো নেশাজাতীয় ঔষধ বা মানসিক প্রভাবকারী পদার্থ এক বা একাধিক নিরপেক্ষ পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে, তখন দণ্ড আরোপের জন্য নেশাজাতীয় ঔষধ বা মানসিক প্রভাবকারী পদার্থের উপাদানকে বিবেচনায় নিতে হবে (পরিচ্ছেদ ১৫ এবং ১৯), নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ তিন-জজ বেঞ্চের নিকট রেফার করা হলো, যা ৩.৭.২০১৭ তারিখের আদেশে নির্দেশিত হয়েছে—

(ক) ই. মাইকেল রাজ (সুত্রোপাত) মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে কি না, যেহেতু ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির প্রবেশিকা নং ২৩৯ এবং নোট ২ (দুই) এ উল্লেখিত বিষয়াদি এবং নেশাজাতীয় ঔষধ ও মানসিক প্রভাবকারী পদার্থ আইনের, ১৯৮৫ সালের (সংক্ষিপ্তরূপে "এনডিপিএস আইন") অন্যান্য বিধানের সঙ্গে ধারা ২১ এর আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় আনা হয়নি?

(খ) কেন্দ্র সরকার কর্তৃক জারি করা আপত্তিকর বিজ্ঞপ্তি কি অপরাধ নিরূপণ এবং বিশেষ করে দণ্ড প্রদান সংক্রান্ত বিধির সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণ করে?

(গ) এনডিপিএস আইন কি কেন্দ্র সরকারকে এই রকম বিধান প্রণয়নের অনুমতি দেয়?

(ঘ) এনডিপিএস আইন কি নির্দেশ করে যে নেশাজাতীয় ঔষধ এবং জব্দকৃত বস্তু/পদার্থের মিশ্রণকে সমগ্র প্রস্তুত হিসেবে বিবেচনা করা হবে, নাকি নির্দিষ্ট নেশাজাতীয় ঔষধের প্রকৃত উপাদানের ভিত্তিতে?

(ঙ) ধারা ২১ কি একটি স্বাধীন বিধান, নাকি "নির্মিত ঔষধ" এবং যে কোনো নির্মিত ঔষধযুক্ত "প্রস্তুতি" সম্পর্কিত অন্যান্য বিধানের সঙ্গে অন্তর্নিহিতভাবে সংযুক্ত?

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে যুক্তি

২. শ্রী আমান লেখি, ভারতের অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেলের পক্ষে উপস্থিত, প্রবলভাবে যুক্তি দেন যে, ই মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) মামলার সিদ্ধান্ত এনডিপিএস আইন-এর বিভিন্ন ধারার পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি জানান যে, এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র এনডিপিএস আইনের ধারাসংখ্যা ২১-এর ব্যাখ্যায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে, কিন্তু উক্ত ধারার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন যে, এই আদালত ই মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) মামলার ১৫ এবং ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে যে মতামত দিয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে ছোট পরিমাণ অথবা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্য শুধুমাত্র নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের প্রকৃত ওজনই বিবেচ্য, এবং যখন কোনও নিষিদ্ধ মাদক বা সাইকোট্রপিক পদার্থ এক বা একাধিক নিরপেক্ষ পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে, তখন শাস্তির জন্য শুধুমাত্র নিষিদ্ধ মাদক বা সাইকোট্রপিক পদার্থের প্রকৃত অংশই বিবেচনায় আনা হবে, তা সম্পূর্ণ ভুল এবং এনডিপিএস আইনের সার্বিক বিধানবিধির বিরুদ্ধে। তিনি যুক্তি দেন যে, যদি এনডিপিএস আইনের সামগ্রিক প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য বিবেচনা করা হয়, তবে দেখা যাবে যে যেখানে মাদক দ্রব্য মিশ্রণের আকারে বিক্রি হয়, সেখানে শাস্তি নির্ধারণের জন্য মিশ্রণের মোট পরিমাণ বিবেচ্য হবে;

২.১ ই মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) মামলায়, এই আদালত ব্যাখ্যা করেনি যে "অফেন্ডিং ম্যাটেরিয়াল" শব্দটি এনডিপিএস আইনে কোথাও উল্লেখ নেই। এছাড়াও, আইনপ্রণেতার উদ্দেশ্য নয় যে মিশ্রণে উপস্থিত নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের প্রকৃত অংশের ভিত্তিতে শাস্তি আরোপ করা হবে। ই মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) মামলায় এই আদালত ভুলভাবে ওসেফ বনাম কেরালা রাজ্য (২০০৪) ৪ এসসিসি ৪৪৬ এর সিদ্ধান্তকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, যেখানে উক্ত বিষয়টি নীরবচিত্তে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং যা ই মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) মামলার বিষয় ছিল না;

২.২ ই মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, এই আদালত এনডিপিএস আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলী এবং সম্পূর্ণ আইনগত কাঠামোকে অগ্রাহ্য করেছে এবং এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যা আইনপ্রণেতার মনোভাব ও আইনের ভাষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও সংশোধনের মূলনীতি লঙ্ঘন করেছে;

২.৩ এনডিপিএস আইন, যা মূলত ১৯৮৫ সালে প্রণীত হয়েছিল, তার ধারা ২(xx)-এ ‘প্রস্তুতি’ শব্দের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য যে, ‘প্রস্তুতি’ শব্দের সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট হয় যে ‘প্রস্তুতি’ বলতে নিষিদ্ধ মাদক বা পদার্থের একটি বা একাধিক মিশ্রণ, ডোজ বা দ্রবণ বোঝায়।

'মিশ্রণ' শব্দের অর্থ হলো যান্ত্রিক মিশ্রণ বা একাধিক পদার্থ, যা রাসায়নিক সংযোগ থেকে পৃথক, অথবা একটি তরল যার মধ্যে বিদেশী পদার্থ বা উপাদান সাসপেনশনে থাকে। 'সমাধান' অর্থ হলো একটি তরল বা অর্ধ-তরল প্রস্তুতি, যা কঠিন পদার্থ ও দ্রাবকের সংমিশ্রণে প্রাপ্ত হয়। 'ডোজ' অর্থ হলো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বা এমন কিছু যা ওষুধের ব্যবহার বা প্রভাবের দিক থেকে এর অনুরূপ বিবেচিত হয়। সংজ্ঞাগুলো সরলভাবে দেখলে স্পষ্ট যে, একটি ঔষধ বা পদার্থ এক বা একাধিক পদার্থের সাথে মিশ্রিত হতে পারে (মিশ্রণ), অথবা কোনও তরল বা দ্রাবকের মাধ্যমে তার পদার্থগত অবস্থা পরিবর্তিত হতে পারে (সমাধান), অথবা বিভক্ত বা নির্ধারিত পরিমাণে ভাগ করা যেতে পারে (ডোজ)। অন্য কথায়, মূলত এনডিপিএস আইন শুধুমাত্র নিষিদ্ধ পদার্থ বা সাইকোট্রপিক পদার্থের খাঁটি উপাদান নয়, বরং তার মিশ্রণ, সমাধান বা ডোজের প্রস্তুতিও নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ই মাইকেল রাজ মামলায় (উল্লেখিত) এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই;

২.৪ এনডিপিএস আইনের ধারা ২(৩৩) অনুযায়ী, যা মূলত প্রণীত হয়েছিল, সাইকোট্রপিক পদার্থের সংজ্ঞা অনুসারে সাইকোট্রপিক পদার্থে "তেমন পদার্থের প্রস্তুতি" অন্তর্ভুক্ত থাকে। বলা হচ্ছে, উক্ত ধারা এনডিপিএস আইনের সংযুক্ত সূচি সহ পাঠ্য হওয়া উচিত। সূচিতে নিজেই, প্রবেশিকা ৭৭-এ সাইকোট্রপিক পদার্থের তালিকার প্রবেশিকা ১ থেকে ৭৬ এর "লবণ এবং প্রস্তুতি" অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব, মূল এনডিপিএস আইন সাইকোট্রপিক পদার্থের "প্রস্তুতি" সম্পর্কেও বিধান করেছিল। তদুপরি, সাইকোট্রপিক পদার্থ সম্পর্কিত লঙ্ঘন এনডিপিএস আইনের ধারা ২২ অনুযায়ী দণ্ডনীয় এবং ধারা ২২ কে ধারা ২(২০), ২(৩৩) ও সূচির সঙ্গে পড়লে স্পষ্ট হয় যে দণ্ডন সাইকোট্রপিক পদার্থের প্রস্তুতিতে প্রযোজ্য এবং এটি শুধুমাত্র খাঁটি পদার্থের উপরে নির্ভর করে না। এনডিপিএস আইনের ধারা ২(১৪) অনুযায়ী, যা মূলত প্রণীত হয়েছিল, 'নশাপ্রদ' পদার্থের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত ছিল (১) কোকা পাতা; (২) গাঁজা; (৩) আফিম; (৪) পপি স্ট্র অর (পপির আঁশ); এবং (৫) প্রস্তুতকৃত ওষুধ। প্রতিটি আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত ছিল। অতএব, মূল এনডিপিএস আইনেই 'নশাপ্রদ' পদার্থের মিশ্রণ ও প্রস্তুতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুধু 'পপি স্ট্র' এর সংজ্ঞায় 'মিশ্রণ' বা 'প্রস্তুতি' শব্দের উল্লেখ ছিল না;

২.৫ তিনি যুক্তি দেন যে মূল এনডিপিএস আইনের একমাত্র ধারা যা পরিমাণ নির্দিষ্ট করেছিল, তা হলো ধারা ২৭, যেখানে "সল্প পরিমাণ নশাপ্রদ বা সাইকোট্রপিক পদার্থ" উল্লেখ ছিল এবং যেখানে ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া গেলে বা নশাপ্রদ বা সাইকোট্রপিক পদার্থের ব্যবহারের ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রে সামান্য দণ্ডের বিধান ছিল।

অর্জিত হইয়াছে যে "ছোট পরিমাণ" ১৪.১১.১৯৮৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং এস.ও.৮২৭-এ বিজ্ঞাপিত ছিল যা মাত্র ৫ টি ওষুধ অন্তর্ভুক্ত করিতেছিল। পরবর্তী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অতিরিক্ত ওষুধ সংযোজিত হইয়াছে এবং তালিকাটি বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব সংশোধিত আইন অনুযায়ী "ছোট পরিমাণ" পূর্ববর্তী নোটিফিকেশনে নির্দিষ্ট পরিমাণের তুলনায় অনেক উচ্চ। অতীতে প্রবর্তিত আইন অনুযায়ী, যেখানে মাদকদ্রব্য এবং সাইকোট্রপিক পদার্থ সম্পর্কিত, "ছোট পরিমাণ" কেবল তখনই স্বীকৃত ছিল যখন দখল ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অথবা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হইত। প্রাথমিকভাবে প্রবর্তিত আইন অনুসারে শাস্তি ধারা ২০ ব্যতীত, যা কিছু ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের কথা বলিত, ন্যূনতম দশ বছর পর্যন্ত এবং সর্বাধিক বিশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড নির্ধারিত ছিল। প্রাথমিকভাবে প্রবর্তিত আইন অনুসারে, মাদকদ্রব্য এবং সাইকোট্রপিক পদার্থের প্রস্তুতিপত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল, শুধুমাত্র খাঁটি ওষুধের বিষয় নয়;

২.৬ উক্ত আইন ১৯৮৯ সালে আইন নং ২/১৯৮৯ দ্বারা সংশোধিত হয়। সংশোধনের পরও, প্রাথমিক আইন অনুসারে প্রস্তুতিপত্র সম্পর্কিত শাস্তির মূল পরিকল্পনা অপরিবর্তিত রইল। ২০০১ সালে আবার আইন সংশোধিত হয় এবং ধারা (ভিআইএ) "বাণিজ্যিক পরিমাণ" এবং (এক্সএক্সআইআইআইএ) "ছোট পরিমাণ" সংজ্ঞা সংযোজন করা হয়। দুই ধারার সরল পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, উভয়েই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত "নির্দিষ্ট পরিমাণ" এর তুলনায় বড় বা ছোট পরিমাণ নির্দেশ করে। ২০০১ সালের সংশোধনের পরও "প্রস্তুতিপত্র" বা "মাদকদ্রব্য" ও "সাইকোট্রপিক পদার্থ" সংজ্ঞায় কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি, বিশেষ করে "ছোট পরিমাণ" ও "বাণিজ্যিক পরিমাণ" সংজ্ঞার সংযোজনের পরেও। প্রাথমিক আইন অনুযায়ী সাইকোট্রপিক পদার্থের তালিকার অবশিষ্ট প্রবেশিকা, অর্থাৎ ৭৭ নং প্রবেশিকা, সংশোধনের পরও ১১১ নং প্রবেশিকা হিসাবে রক্ষা পেয়েছে। ২০০১ সালের সংশোধনের একমাত্র কারণ ছিল যে, প্রাথমিক আইনে সব প্রস্তুতিপত্র সমানভাবে দশ থেকে বিশ বছরের কারাদণ্ডযোগ্য ছিল এবং জামিনের শর্তেও পরিমাণের উল্লেখ ছিল না। এজন্য ২০০১ সালের সংশোধনের মাধ্যমে ধারা ৩৭ নিজেই "বাণিজ্যিক পরিমাণ" সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে সংশোধিত হয়;

২.৭ তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে "বাণিজ্যিক পরিমাণ" অবশ্যই মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থের প্রস্তুতিপত্রের জন্য প্রযোজ্য,

কারণ নতুন সংযোজিত ধারাগুলি সেই আইনের বিদ্যমান বিধানের সঙ্গে পড়তে হয় যা অপরিবর্তিত রইয়াছে। এটি আইনটির প্রাথমিক পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সংশোধনী কোনোভাবেই মূল আইনের প্রয়োগকে খাঁটি মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থের বিশুদ্ধ পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্য রাখে নি। সংশোধিত আইন নতুন ধারাগুলিতে "বাণিজ্যিক পরিমাণ" এবং "ছোট পরিমাণ" উল্লেখ করিয়াছে। অতএব জোর দেওয়া হয়েছে পরিমাণের উপর, মাদক/পদার্থের খাঁটি পরিমাণ নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ২০০১ সালের সংশোধনের পর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই বিষয়টি আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যাহাতে নোট ২ নিম্নরূপ ছিল:

"২। উপরোক্ত ওষুধের বিপরীতে প্রদর্শিত পরিমাণ একইসঙ্গে ওই ওষুধের প্রস্তুতিপত্র এবং নোট ১ এর পদার্থের প্রস্তুতিপত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।"

উল্লেখ করা হইল যে নোট ২ তে উল্লেখিত বিষয়টি প্রাথমিক প্রবর্তন থেকেই বিদ্যমান ছিল;

২.৮ তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে বর্তমান বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত "ছোট পরিমাণ" প্রাথমিক আইন অনুযায়ী "ছোট পরিমাণ" থেকে অনেক উচ্চ। এই কারণে ধারা ২৭ এবং ধারা ৬৪এ দুইটিই সংশোধিত হয়েছে। ধারা ২৭ থেকে দখলের বিষয়টি বাদ দেয়া হইয়াছে, ফলে প্রাথমিক আইন অনুযায়ী ধারা ২৭-এ দখলের জন্য হালকা শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। সংশোধিত ধারা ২৭ কেবলমাত্র "ব্যবহার" সম্পর্কিত এবং ধারা ৬৪এ অধিকার কেবলমাত্র ঐসব 'আসক্ত' ব্যক্তিদের জন্য সীমাবদ্ধ যাহারা ধারা ২৭ এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ দখল, এমনকি "ছোট পরিমাণ"-এর ক্ষেত্রেও সংশোধিত ধারা ২৭ এর বাইরে পড়ে এবং সেজন্য মওকুফি পাওয়া যায় না। এটি শাস্তির স্তর বিভাজনের কারণে হওয়া পরিবর্তন, তবে শাস্তি শুধুমাত্র মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থের পরিমাণ সম্পর্কিত, যাহাতে তাদের প্রস্তুতিপত্র অন্তর্ভুক্ত, খাঁটি মাদকদ্রব্য নয়;

২.৯ বিজ্ঞপ্তির নোট ৪ ছাড়াও, আইন পুরো মিশ্রণ বা দ্রাবক পদার্থের উপর প্রযোজ্য হবে যা মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থের। আরও উল্লেখ্য যে ২০০৯ সালের বিজ্ঞপ্তির নোট ৪-এর সংযোজন বিবাদসংক্রান্ত বিষয়ের জন্য অপ্রাসঙ্গিক এবং ই মাইকেল রাজ রায় এমনকি নোট ৪ উপেক্ষা করিয়া টিকে থাকতে পারিবে না।

অতএব, সেই বিজ্ঞপ্তি কোনও রকমেই এনডিপিএস আইন অনুযায়ী অপরাধ গঠন বা শাস্তি প্রদানের পরিধি পুনঃসংজ্ঞায়িত করে না। শ্রী লক্ষ্মী, ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল, তাঁর যুক্তি সমর্থনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের চ্যাপম্যান বনাম ইউনাইটেড স্টেটস (১৯৯১) ৫০০ ইউএস ৪৫৩ মামলার রায়ের ওপর ব্যাপক নির্ভর করেছেন, যেখানে উনি বলছেন শাস্তি শুধুমাত্র "মিশ্রণ বা পদার্থের" ওজনের ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত, নয়তো বিশুদ্ধ ওষুধের উপাদানের ওপর নয়। উল্লেখ্য যে উক্ত মামলায়, আবেদক ১০ শিট ব্লটার কাগজ বিক্রির দোষে দণ্ডিত হয়েছেন, যা ১০০০ ডোজ এলএসডি ধারণ করত। এলএসডির বিশুদ্ধ ওজন ছিল প্রায় ৫০ মিলিগ্রাম এবং এলএসডি ও ব্লটার কাগজ মিলিয়ে মোট ওজন ছিল ৫.৭ গ্রাম। আবেদককে ৫ বছরের বাধ্যতামূলক সর্বনিম্ন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, যা সেই অপরাধের জন্য প্রযোজ্য ছিল যেখানে ওষুধের মিশ্রণ বা পদার্থের ওজন এক গ্রাম বা তার বেশি। মার্কিন সর্বোচ্চ আদালতের সামনে আবেদকের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে এলএসডি বিতরণের জন্য শাস্তি নির্ধারণে বাহক পদার্থের ওজন গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। মার্কিন সর্বোচ্চ আদালত উক্ত দাবিটিকে প্রত্যাখ্যান করে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে:

"আমরা মনে করি যে, আবেদনকারীদের আইন ব্যাখ্যা, যা শাস্তি নির্ধারণে ওষুধের বিশুদ্ধ ওজনকে নয় বরং বাহক ওষুধসহ মোট ওজনকে প্রাধান্য দেয়, তা যুক্তিযুক্ত নয়। আইনটি 'একটি সনাক্তযোগ্য পরিমাণ ধারণকারী মিশ্রণ বা পদার্থ' উল্লেখ করে। যতক্ষণ এটি একটি সনাক্তযোগ্য পরিমাণ ধারণ করে, সম্পূর্ণ মিশ্রণ বা পদার্থের ওজন শাস্তি নির্ধারণের সময় গণনা করতে হবে।

এই ব্যাখ্যা আইনটির কাঠামো দ্বারা সমর্থিত। বিভিন্ন ওষুধ যেমন হেরোইন, কোকেন, এবং এলএসডি সম্পর্কে, নির্দিষ্ট ওজনের 'সনাক্তযোগ্য পরিমাণ ধারণকারী মিশ্রণ বা পদার্থ' নিয়ে অপরাধের জন্য বাধ্যতামূলক সর্বনিম্ন শাস্তির বিধান রয়েছে। অন্যদিকে, ফেন্সাইক্লিডিন (পিসিপি) বা মেথামফেটামিনের জন্য, বাধ্যতামূলক সর্বনিম্ন শাস্তি হয় মিশ্রণ বা পদার্থের ওজনের ভিত্তিতে, যা সনাক্তযোগ্য পরিমাণ ধারণ করে, অথবা বিশুদ্ধ পিসিপি বা মেথামফেটামিনের কম ওজনের ভিত্তিতে। উদাহরণস্বরূপ, ধারার ৮৪১(বি)(১)(এ)(iv) অনুযায়ী, যে কেউ '১০০ গ্রাম বা তার বেশি পিসিপি বিতরণ করে বা ১ কিলোগ্রাম বা তার বেশি মিশ্রণ বা পদার্থ বিতরণ করে যা সনাক্তযোগ্য পরিমাণ ধারণ করে' তাদের জন্য বাধ্যতামূলক ১০ বছরের সর্বনিম্ন শাস্তির বিধান রয়েছে।"

অতএব, এই দুটি ঔষধ সম্পর্কিত বিষয়ে, সংসদ স্পষ্টভাবে পার্থক্য রেখেছে খাঁটি ঔষধ এবং "একটি মিশ্রণ বা পদার্থ যা খাঁটি ঔষধের পরিচিতযোগ্য পরিমাণ ধারণ করে" এই দুইয়ের মধ্যে। কিন্তু এলএসডি জাতীয় ঔষধের ক্ষেত্রে, যেগুলি আবেদনকারীরা বিতরণ করেছিল, সংসদ ঘোষণা করেছে যে সাজা নির্ধারণে শুধুমাত্র "মিশ্রণ বা পদার্থের" ওজন বিবেচিত হবে। সংসদ জানত কীভাবে নির্দেশ করতে হয় যে সাজা নির্ধারণে খাঁটি ঔষধের ওজন বিবেচিত হবে, কিন্তু এলএসডির ক্ষেত্রে সে পার্থক্য করেনি।

"...একটি 'মিশ্রণ' সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে "একটি পদার্থের অংশ যা দুই বা ততোধিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত এবং যাদের মধ্যে কোনো স্থির অনুপাত নেই..."।

"...ঔষধের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় বিক্রির সময়ের 'রাস্তার ওজন' অনুসারে, যা অমিশ্রিত খাঁটি উপাদানের নেট ওজনের পরিবর্তে, বিধান এবং সাজা নির্ধারণের নির্দেশিকাগুলো ব্যক্তি যাদের বড় পরিমাণে ঔষধ রয়েছে তাদের সাজা বৃদ্ধি করে, তাদের পরিচ্ছন্নতা যাই হোক না কেন। এটি একটি যুক্তিসংগত সাজা নির্ধারণের পদ্ধতি।"

(রেখাঙ্কিত আমাদের)

২.১০ তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে এনডিপিএস আইন খাঁটি ঔষধ এবং ঔষধযুক্ত প্রস্তুতির মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। আইন বিক্রির সময়ের ঔষধের রাস্তার ওজনকে বিবেচনা করে, খাঁটি সক্রিয় উপাদানের নেট ওজন নয়। এটাই আইন শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে বিবেচনা করে আসছে। আবেদনকারীরা এই আদালতকে আইনকে এমনভাবে পড়তে চায় যা বিধানগুলো অনুমোদন করে না। যেমন, "স্বল্প পরিমাণ" হেরোইনের জন্য ৫ গ্রাম নির্ধারিত, যা যদি শুধুমাত্র খাঁটি ঔষধের পরিমাণ হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে তা রাস্তার স্তরের হেরোইনের ১০০ গ্রাম সমান হবে। প্রতি ০.২৫ গ্রাম হেরোইনে ১০০ গ্রাম মিশ্রণ থেকে প্রায় ৪০০ ডোজ হেরোইন পাওয়া যায়। বিধানকর্তার বা সরকারের উদ্দেশ্য কখনও এমন হতে পারে না যে যিনি ৪০০ ডোজ সমপরিমাণ হেরোইন ধারণ বা বিক্রয় করেন, তাকে মাত্র ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হবে। তাই, যদি আবেদনকারীদের যুক্তি গৃহীত হয়, তাহলে এটি এনডিপিএস আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবিরোধী হবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে "বাণিজ্যিক পরিমাণ" অপরাধে দণ্ড কার্যকর হবে না, ফলে প্রকৃত অপরাধীরা সামান্য শাস্তিতে মুক্তি পাবে।

২.১১ আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে "কনস্ট্রাকশন অব ল" (আইন ব্যাখ্যা) গ্রন্থ অনুযায়ী "আদালত এমন ব্যাখ্যা এড়িয়ে চলা উচিত যা আইনকে অন্যায়,

অত্যাচারমূলক, অযৌক্তিক, বেফাঁস, কূটকৌশলপূর্ণ বা জনস্বার্থবিরোধী করে তুলবে। এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত যা আইনকে কার্যকর ও সর্বাধিক কল্যাণময় করে, কারণ বিধানকর্তা এরূপ ফলাফল প্রত্যাশা করে থাকেন। বিধানকর্তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আইনকে যুক্তিসঙ্গত, যৌক্তিক ও বোধগম্য ব্যাখ্যা প্রদান অপরিহার্য।"

২.১২ আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এনডিপিএস আইন প্রণয়ন করা হয়েছে উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতির আলোকে, "মাদক অপব্যবহারের উপর বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণগুলি শক্তিশালী করা, বিশেষ করে পাচারের অপরাধের জন্য দণ্ডগুলো যথেষ্ট বৃদ্ধি করা, এবং সাইকোট্রপিক পদার্থের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের বিধান রাখা"। নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা এমন পরিস্থিতি উপেক্ষা করতে পারে না যেখানে আইনটি প্রয়োগ হয়। সংজ্ঞাগুলো স্পষ্টভাবে দেখায় যে, আইনের উদ্দেশ্য ছিল রাস্তার ওজনে বিক্রিত মাদকের দ্রবীভূত আকারে পরিমাণ নির্ণয় করা, নয় সক্রিয় উপাদানের নিট ওজন অনুযায়ী। আইন প্রণেতারা জানতেন যে নিষ্ক্রিয় উপাদানসমূহ বিশুদ্ধ মাদক ও পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত থাকবে এবং এরূপ প্রস্তুতকৃত মাদক বা পদার্থই ভোক্তাদের কাছে বিক্রি হবে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন, যদি আপীলকারীদের যুক্তি গৃহীত হয়, তাহলে আইনপ্রণেতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এমন রূপকাঠামোর মাধ্যমে যা আইনকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে এবং যেখানে আইন প্রয়োগের কথা সেখানে সেটিকে যুক্তিসঙ্গত বা বোধগম্য বলা যাবে না।

২.১৩ শ্রী লেখি, ভারতের অতিরিক্ত মহাসলিসিটার জেনারেল, এছাড়াও এই সর্বোচ্চ আদালতের রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেন, যেমন উরলিধর মেঘরাজ লোয়া এবং অন্য বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান (১৯৭৬) ৩ এসসিসি ৬৮৪, এবং রীমা আগরওয়াল বনাম অনুপম ও অন্যান (২০০৪) ৩ এসসিসি ১৯৯, যেগুলোতে উল্লেখ আছে যে, যখন একটি নির্দিষ্ট আইন ব্যাখ্যা বা বিবেচনা করা হয়, তখন বিচারক আইনের মূল কাঠামো পরিবর্তন করবেন না, তবে আইনটিকে সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করার জন্য ছোটখাটো সংশোধন করতে পারেন। আপীলকারীরা এই আদালতকে এনডিপিএস আইনের মূল কাঠামো পরিবর্তনের অনুরোধ করছেন। রাজিন্দর সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০১৫) ৬ এসসিসি ৪৭৭ মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, একটি আইনকে ন্যায্য, ব্যবহারিক এবং সাধারণ বোধ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা উচিত যাতে সংসদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়। অতএব, ই মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) মামলার রায় ভুল এবং পরিমাপের জন্য মোট প্রস্তুতি দেখা হবে, শুধুমাত্র প্রকৃত মাদক উপাদান নয়। বলা হয়েছে যে, ই মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) রায় অবহেলিত এবং

২০০৯ সালের বিজ্ঞপ্তিও এনডিপিএস আইনের অধীনে অপরাধ গঠনের মানদণ্ড পুনঃসংজ্ঞায়িত করেনি। এনডিপিএস আইনের ধারা ২১ একটি স্বতন্ত্র বিধান নয় এবং আইনটির অন্যান্য বিধানের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে কারণ এটি সুপ্রতিষ্ঠিত আইননীতি যে প্রতিটি আইনকে সমগ্রভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং আইনের শব্দগুচ্ছ তার প্রেক্ষাপট থেকে অর্থ গ্রহণ করে যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন প্রণয়ন হয়, অর্থাৎ এক্স ভিসেরিবাস অ্যাকটাস। বলা হয়েছে যে, নোট ৪ সংযোজন ছিল অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য এবং এর অবর্তমানে ও আইনের মূল উদ্দেশ্য থেকে একই ইচ্ছা বের করা যেত। এটি কোনো পরিবর্তন আনেনি বরং কোনো ভুল ধারণা দূর করার জন্য কেবল অতিরিক্ত সাবধানতা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। শ্রী আর.কে. কাপুর, মাননীয় আইনজীবী, যিনি অপরাধ আবেদন নং ৭২২ অব ২০১৭-এর পক্ষে উপস্থিত আছেন, নিম্নলিখিত উপস্থাপনাগুলি করেছেনঃ

৩.১ বর্তমান আবেদনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৮.১১.২০০৯ তারিখের অবৈধ বিজ্ঞপ্তি, যা নেশা দমন আইন এর ধারা ২ এর উপধারা (viia) এবং (xxiiia) এর অধিকার প্রয়োগ করে জারি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ওই বিজ্ঞপ্তি জারি করার ক্ষমতা ছিল না, যার দ্বারা তা নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণকেও নেশাজাত দ্রব্য বা মনোব্যাধিক পদার্থের পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা দিয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট সূচকের কলাম নং ৫ ও ৬-এ উল্লেখিত নেশাজাত দ্রব্য বা মনোব্যাধিক পদার্থের পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত কলাম নং ২ থেকে ৪ পর্যন্ত। নেশা দমন আইনের ধারা ২ এর উপধারা (viia) এবং (xxiiia) তে নিরপেক্ষ পদার্থ অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা নেই। অতএব, ১৮.১১.২০০৯ তারিখের অবৈধ বিজ্ঞপ্তিটি নেশা দমন আইনের বিধানসমূহের পরিপন্থী, ২০০১ সালের সংশোধিত আইনের সঙ্গে যা শাস্তি প্রদানকে যুক্তিসঙ্গত করেছে;

৩.২ ওই অবৈধ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, বিজ্ঞপ্তি এস.ও. ১০৫৫ (ই) তারিখ ১৯.১০.২০০১ দ্বারা সংযুক্ত টেবিলের শেষে নোট ৩ এর পরে নোট ৪ যোগ করা হয়েছে, যার দ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করে "ছোট পরিমাণ" এবং "বাণিজ্যিক পরিমাণ" নির্দিষ্ট করা হয়েছে টেবিলের কলাম নং ৫ ও ৬-এ উল্লেখিত নেশাজাত দ্রব্য বা মনোব্যাধিক পদার্থের ক্ষেত্রে, যা সংশ্লিষ্ট কলাম নং ২ থেকে ৪-এ উল্লেখিত দ্রব্যের সাথে সম্পর্কিত;

৩.৩ ওই অবৈধ বিজ্ঞপ্তির ফলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হবে অপরাধীর দখলে থাকা সামগ্রীর মোট পরিমাণের ভিত্তিতে,

যদিও রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে আসল নেশাজাত দ্রব্যের পরিমাণ "ছোট পরিমাণ" এর মধ্যে পড়ে। কিন্তু নিরপেক্ষ পদার্থ যোগ করার ফলে শাস্তি "বাণিজ্যিক পরিমাণ" এর জন্য দেয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ, দুটি অপরাধী আছে। একজনের কাছে ৪ গ্রাম হেরোইন রয়েছে, যা "ছোট পরিমাণ" ৫ গ্রাম থেকে কম, যা টেবিলের কলাম নং ৫-এ উল্লেখিত। অন্য অপরাধীর কাছে ১ গ্রাম হেরোইন রয়েছে, কিন্তু তিনি তা ২৫০ গ্রাম নিরপেক্ষ পদার্থের সঙ্গে মিশিয়েছেন, ফলে মোট হয় ২৫১ গ্রাম, যা "বাণিজ্যিক পরিমাণ" ২৫০ গ্রাম থেকে বেশি, টেবিলের কলাম নং ৬ অনুযায়ী। উপস্থাপন করা হয়েছে যে, যদি এই দুই অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে প্রথম অপরাধীকে এক বছরের শাস্তি দেওয়া হবে, আর দ্বিতীয়কে ২০ বছরেরও বেশি শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, যদিও দ্বিতীয়টির আসল নেশাজাত দ্রব্যের পরিমাণ কম। অর্থাৎ হেরোইনের জন্য এক বছরের শাস্তি, কিন্তু নিরপেক্ষ পদার্থের জন্য ১৯ বছরের শাস্তি, যা নেশা দমন আইনের আওতায় নয়। অতএব, নোট ৪ এর প্রভাব হলো দ্রব্যের শক্তি কমানো হলেও শাস্তি বেশি হওয়া। ফলে এটি অন্যায় এবং শাস্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করবে, যেটি নির্ভর করবে নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণের উপর, নেশাজাত দ্রব্যের প্রকৃত পরিমাণের উপর নয়;

৩.৪ সরকারকে মাত্র তামিল নং ৫ ও ৬-এ উল্লেখিত নাশক মাদকদ্রব্য বা মনস্তাত্ত্বিক পদার্থের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানোরই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তার বেশি কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ, হেরোইনের ক্ষেত্রে, "ছোট পরিমাণ" ৫ গ্রাম থেকে ১ গ্রামে কমানো যেতে পারে, এবং "বাণিজ্যিক পরিমাণ" ২৫০ গ্রাম থেকে ১০০ গ্রাম বা তার কাছাকাছি কমানো যেতে পারে, কিন্তু শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য কোনো "নিরপেক্ষ পদার্থ" যোগ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না;

৩.৫ "নিরপেক্ষ পদার্থ" টেবিলের নং ২ অথবা নং ৪ কলামে উল্লেখিত হয়নি। যদি "নিরপেক্ষ পদার্থ"কেও এনডিপিএস আইন-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য করা হতো, তাহলে তা অবশ্যই টেবিলের নং ২ ও ৪ কলামে উল্লেখিত হতো এবং "ছোট পরিমাণ" ও "বাণিজ্যিক পরিমাণ" হিসেবে টেবিলের নং ৫ ও ৬ কলামে তার পরিমাণ নির্ধারিত হতো। যেহেতু "নিরপেক্ষ পদার্থ" কোনো নাশক মাদকদ্রব্য বা মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ নয়, তাই তা নং ২ ও ৪ কলামে উল্লেখ নেই এবং অতএব নোট ৪-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য করা যাবে না;

৩.৬ দুই হাজার এক সালে এনডিপিএস (সংশোধনী) আইন, দুই হাজার এক সালে আনা হয়েছিল মাদকাসক্ত ও কম গুরুতর অপরাধীদের জন্য শাস্তির পরিমাণ যুক্তিসংগত করার জন্য এবং গুরুতর অপরাধীদের জন্য কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে;

৩.৭ এই আদালত ই. মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) মামলায় এ সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে শাস্তির উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র দোষী বিষয়ের পরিমাণকেই বিবেচনায় নিতে হবে। যদি সেটি অন্য কোনো অ-দোষী পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে, তবে সমগ্র ভারী অংশকে বিবেচনায় নিতে হবে না এবং শাস্তি কেবলমাত্র দোষী বিষয়ের পরিমাণের অনুপাতে নির্ধারিত হতে হবে;

৩.৮ কোনো ব্যক্তিকে কেবলমাত্র তখনই দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে যখন তা এনডিপিএস আইন দ্বারা বিশেষভাবে নির্ধারিত থাকে। যদি কাউকে শাস্তি দিতে হয়, তাহলে অবশ্যই শাস্তির জন্য নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও বিধান থাকতে হবে এবং তা নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট পদার্থের জন্য আইনানুযায়ী নির্ধারিত শাস্তির পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যেগুলি আইনের সংযুক্ত সূচকের কলাম নং ২ এবং ৪-এ উল্লিখিত এবং অন্যথায় নয়। এনডিপিএস আইনের অধীনে, ধারা ২১ উৎপাদিত মাদক ও প্রস্তুতিসমূহের সম্পর্কিত লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে। ধারা ২২ মনস্তাত্ত্বিক পদার্থের সম্পর্কিত লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে। কিন্তু এনডিপিএস আইনে "নিরপেক্ষ পদার্থ"-এর জন্য কোনো শাস্তির বিধান নেই;

৩.৯ প্রতিষ্ঠিত আইনানুযায়ী, যা সরাসরি করা যায় না, তা পরোক্ষভাবেও করা যায় না। এনডিপিএস আইন সংসদ দ্বারা প্রণীত হয়েছে। যখন এনডিপিএস আইনের মধ্যে "নিরপেক্ষ পদার্থ" শাস্তিযোগ্য করা হয়নি, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে বহুল আলোচিত বিজ্ঞপ্তি জারি করে "নিরপেক্ষ পদার্থ" শাস্তিযোগ্য করা যাবে না। যেখানে "নিরপেক্ষ পদার্থ" অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তা ইতিমধ্যে এনডিপিএস আইনে উল্লেখ আছে। প্রতিটি মাদকের সঙ্গে তা যোগ করা যাবে না;

৩.১০ "মিশ্রণ" শব্দটি নিজে কোনো সংজ্ঞা পাননি এনডিপিএস আইনে, তবে এটি "প্রস্তুতি" শব্দের সংজ্ঞার মধ্যে উল্লেখ আছে। "প্রস্তুতি" শব্দেও কেবলমাত্র এক বা একাধিক মাদক বা মনস্তাত্ত্বিক পদার্থের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোনো "নিরপেক্ষ পদার্থ"-এর উল্লেখ নেই;

৩.১১ উপরোক্ত যুক্তি উপস্থাপন করে বলা হলো, অতএব কেন্দ্রীয় সরকারের আইন নং ৯, ২০০১-এ কোনো সংশোধনী করার বা অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর সম্পূর্ণ পরিমাণকে "ছোট, বাণিজ্যিক বা অ-বাণিজ্যিক পরিমাণ" বলে নির্ধারণ করার ক্ষমতা নেই, যাতে "নিরপেক্ষ পদার্থ" অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতএব ১৮.১১.২০০৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অ-ধার্মিক এবং বাতিল করার যোগ্য।

৪. শ্রী মনোজ স্বরূপ, আবেদনকারী পক্ষের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, ফৌজদারি আবেদন নং ৭২১ অব ২০১৭ – গুরসেওয়াক সিংহ @ সেওয়াক বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় অতিরিক্তভাবে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ পেশ করেনঃ

৪.১ আইনের নিজস্ব ধারাবাহিকতায় "নিরপেক্ষ উপাদান"-এর অন্তর্ভুক্তি অনুমোদিত হয়েছে। ধারা ২(৩), ২(৬), ২(১৫) এবং ২(১৬)-এর উপর নির্ভর করা হয়েছে। যে, আইন নিজেই নির্ধারণ করেছে কোথায় "নিরপেক্ষ উপাদান" বিবেচনায় আনা হবে। "নিরপেক্ষ উপাদান"-কে সেই স্থানসমূহেই সীমিত রাখতে হবে, যেসব স্থান আইনে অনুমোদিত হয়েছে। নোট ৪ কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই সীমিত থাকবে যেখানে আইন "নিরপেক্ষ উপাদান" অনুমোদন করেছে। কেবল তাহলেই নোট ৪ একটি ব্যাখ্যামূলক উদ্দেশ্য সাধন করবে;

৪.২ যদি নোট ৪ এই সীমার অতিরিক্ত কিছু করে, তবে এটি এমন কিছু যুক্ত করতে চায় যা আইনে নেই। সেক্ষেত্রে, নোট ৪ আইন প্রণয়নের চেষ্টা করবে, অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণ করবে এবং আইনের আওতা সম্প্রসারণ করবে। এই প্রক্রিয়ায়, নোট ৪ যা আইনগতভাবে অগ্রহণযোগ্য; যদি "নিরপেক্ষ উপাদান"-কে সর্বজনীনভাবে সমস্ত মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবকারী পদার্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে ২০০১ সালের সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য, যা শাস্তির কাঠামোকে যুক্তিসঙ্গত করার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছিল, তা ব্যর্থ হবে;

৪.৩ এই মাননীয় আদালতের বিচারাধীন "ই. মাইকেল রাজ" মামলায় "স্বল্প পরিমাণ" ও "বাণিজ্যিক পরিমাণ"-এর মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ২০০১ সালের সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য ও কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরপর আদালত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ২০০১ সালের সংশোধনী আইন কেবলমাত্র "অপরাধজনক পদার্থ"-এর ভিত্তিতে শাস্তিযোগ্য করে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত রায়ে ২০০১ সালের বিজ্ঞপ্তির এন্ট্রি নম্বর ২৩৯-এর বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন ছিল না, কারণ এন্ট্রি নম্বর ২৩৯ কেবলমাত্র একটি বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তা ক্ষমতার উৎস ছিল না। সুতরাং, "ই. মাইকেল রাজ" (উল্লেখিত) যথার্থভাবেই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, শাস্তি কেবলমাত্র "অপরাধজনক পদার্থ"-এর পরিমাণ অনুযায়ী হওয়া উচিত;

৫. প্রস্তাবিত হস্তক্ষেপকারী আবেদনকারী – ইন্ডিয়ান ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী আনন্দ গ্রোভার মূলতঃ আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবীবৃন্দ/আইনজীবীগণের পেশকৃত একই যুক্তি উপস্থাপন করেন। অতিরিক্তভাবে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ পেশ করেনঃ

৫.১ ২০০১ সালের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবকারী পদার্থের

"স্বল্প পরিমাণ" ও "বাণিজ্যিক পরিমাণ"-এর জন্য সীমা নির্ধারণকালে কেন্দ্র সরকার সংশ্লিষ্ট মাদকদ্রব্যের "রাসায়নিক নাম" উক্ত সারণীর ৪ নম্বর স্তম্ভে উল্লেখ করেছে। এইভাবে, উক্ত মাদকদ্রব্যের প্রকৃত রাসায়নিক গঠনের মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত পদার্থকে চিহ্নিতকারী "রাসায়নিক নাম" উক্ত পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক। যদি তা না হতো, তবে ২০০১ সালের বিজ্ঞপ্তিতে স্বল্প ও বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণকারী সারণীতে ৪ নম্বর স্তম্ভ এবং পদার্থের রাসায়নিক বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার কোন প্রয়োজন হতো না।

৫.২ ২০০১ সালের বিজ্ঞপ্তিতে যেসব ওষুধের ক্ষেত্রে রসায়নীয় নাম কলাম (৪)-এ উল্লেখ করা হয়নি, সেগুলি হলো 'প্রাকৃতিক/উদ্ভিদ-ভিত্তিক ওষুধ', যথা: ক্রমিক নম্বর ২৩-এ ক্যানাবিস এবং ক্যানাবিস রেজিন (চরস, হাশিশ); ক্রমিক নম্বর ২৬-এ কোকা পাতা; ক্রমিক নম্বর ৫৫-এ গাঁজা; ক্রমিক নম্বর ৯২-এ আফিম; ক্রমিক নম্বর ১১০-এ আফিম খড় এবং ক্রমিক নম্বর ১১১-এ ভারতীয় গাঁজার নির্যাস বা টিঞ্চার থেকে প্রস্তুতকৃত প্রিপারেশন। উল্লিখিত বিষয়টি এইসব পদার্থের সংবিধিবদ্ধ সংজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেগুলিতে 'নিরপেক্ষ উপাদান সহ বা ছাড়াই' বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে;

৫.৩ কোন একটি নির্দিষ্ট প্রস্তুতি এন.ডি.পি.এস. আইন-এর বিধানের অধীন হবে কি না, তা নির্ধারণের জন্য সেই মাদকদ্রব্যের পরিমাণও প্রাসঙ্গিক। এটি এন.ডি.পি.এস. আইন-এর ধারা ২ এর দফা (একাদশ) দ্বারা সমর্থিত, যা কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি মাদকদ্রব্য বা প্রস্তুতিকে হয় একটি প্রস্তুত ওষুধ হিসেবে অথবা একটি অপ্রস্তুত ওষুধ হিসেবে বিজ্ঞপ্তি জারি করার ক্ষমতা প্রদান করে;

৫.৪ ওষুধের শতকরা উপাদানকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়ে, অভিযুক্ত বিজ্ঞপ্তিটির প্রভাব হলো এমন সব ফার্মাসিউটিক্যাল প্রস্তুতিকে এন.ডি.পি.এস. আইনের আওতায় নিয়ে আসা, যা এই আইনের বাইরে থাকার জন্য অব্যাহতি প্রাপ্ত ছিল, এইভাবে আইনের ফাঁক দিয়ে তা আইনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

i) উদাহরণস্বরূপ: ক্রমিক নম্বর ৩৫-এ 'কোডিন' প্রস্তুত ওষুধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিজ্ঞপ্তি নম্বর এস.ও. ৮২৬(ই), তারিখ ১৪ নভেম্বর ১৯৮৫; বিজ্ঞপ্তি নম্বর এস.ও. ৪০(ই), তারিখ ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩; এবং বিজ্ঞপ্তি নম্বর এস.ও. ১৪৩১(ই), তারিখ ২১ জুন ২০১১ (যা পরে সম্মিলিতভাবে 'প্রস্তুত ওষুধ বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে)।

ii) অনুরূপ অব্যাহতি বিদ্যমান রয়েছে প্রস্তুত ওষুধ বিষয়ক বিজ্ঞপ্তির ক্রমিক নম্বর ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪৮, ৭০, ৭৬, ৮৩ এবং ৮৭-এ।

৫.৫ এই অভিযুক্ত বিজ্ঞপ্তিটি, অতএব, প্রস্তুত ওষুধ সম্পর্কিত সেই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ,

যা কেন্দ্রীয় সরকার এন.ডি.পি.এস. আইন-এর ধারা ২(একাদশ)(খ)-এর দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী একটি মাদকদ্রব্য বা প্রস্তুতিকে প্রস্তুত ওষুধ হিসেবে অথবা অপ্রস্তুত ওষুধ হিসেবে ঘোষণা করার জন্য জারি করেছে।

৫.৬ তিনি যুক্তি প্রদান করেন যে, আবেদনকারীর সদস্যগণের ন্যায় বৈধ সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধী বিজ্ঞপ্তিটি একটি খামখেয়ালি ও অযৌক্তিক পরিণতি ডেকে আনে, কারণ যেখানে ওষুধের প্রকৃত পরিমাণ অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান করা হয়, সেখানে শাস্তি প্রদান করা হয় মোট বাল্ক পরিমাণের ভিত্তিতে;

৫.৭ প্রতিপক্ষ অবগত ছিল যে, প্রতিবন্ধী বিজ্ঞপ্তিটি এন.ডি.পি.এস. আইনের অধীন ২(ষষ্ঠ)(ক) এবং ২(একবিংশ)(ক) ধারা অনুযায়ী 'বাণিজ্যিক' এবং 'স্বল্প' পরিমাণের মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবিত দ্রব্যসমূহ বিজ্ঞপ্তি জারি করার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছে। সেই অনুযায়ী, ২০১১ সালে সংসদে এন.ডি.পি.এস. (সংশোধন) বিল, ২০১১ (বিল নম্বর ৭৮, ২০১১) উত্থাপন করে আইন সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়, যা লোকসভায় ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখে উপস্থাপিত হয়। এন.ডি.পি.এস. আইনের ২(ষষ্ঠ)(ক) এবং ২(একবিংশ)(ক) ধারার প্রস্তাবিত সংশোধন ছিল নিম্নরূপ:

ধারা ২(ষষ্ঠ)(ক) "বাণিজ্যিক পরিমাণ", কোন মাদকদ্রব্য, মনঃপ্রভাবিত পদার্থ বা এমন কোন ওষুধ বা পদার্থের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে, এমন কোন পরিমাণ বোঝাবে যা ওই ওষুধ, পদার্থ বা প্রস্তুতির বিশুদ্ধ উপাদানের ভিত্তিতে অথবা অন্যভাবে, কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অধিক হবে (প্রস্তাবিত সংশোধনরেখা নির্দেশিত)।

একই ধরনের পরিবর্তন ধারা ২(একবিংশ)(ক)-তে 'স্বল্প পরিমাণ' সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও প্রস্তাবিত হয়;

৫.৮ উপরোক্ত প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির দ্বারা নিম্নলিখিত মন্তব্যসহ প্রত্যাখ্যাত হয়:—

"প্রস্তাবিত সংশোধনে ব্যবহৃত 'প্রস্তুতি' ও 'অন্যভাবে' শব্দ/প্রকাশগুলির অর্থ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। ধারাটির এই ধরনের অস্পষ্টতা আইনটির ব্যাখ্যায় খামখেয়ালিপনার সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং প্রস্তাবিত সংশোধনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী শাস্তির যুক্তিসঙ্গত কাঠামো দুর্বল করে দিতে পারে। যদি সংশোধনের উদ্দেশ্য হয় পুনরুদ্ধারকৃত দ্রব্যের বিশুদ্ধ উপাদান বিবেচনায় এনে অপরাধীর জন্য ফলস্বরূপ শাস্তি নির্ধারণ করা, তবে কোনরূপ অস্পষ্ট অর্থবোধক শব্দ/পদ/ধারা ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়।"

৫.৯ উত্তরদাতা ২০১৩ সালে উপরের সংশোধনসমূহ প্রত্যাহার করেন। উক্ত সংশোধনসমূহ মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবকারী দ্রব্য আইন (সংশোধনী) আইন, ২০১৪ (আইন নং ১৬, ২০১৪) এর অংশ নয়;

৫.৯ এন্ট্রি ২৩৯ দুই বা ততোধিক মাদকদ্রব্যের মিশ্রণ বা প্রস্তুতির কথা বলে, তা নিরপেক্ষ পদার্থসহ বা ছাড়াই হতে পারে এবং এর কলাম ৫ ও ৬-এ চিহ্নিত * ও ** রয়েছে। এই চিহ্নসমূহ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট মাদকদ্রব্য বা মনঃপ্রভাবকারী পদার্থসমূহের মধ্যে যে পদার্থটির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম, সেটিকে 'ছোট পরিমাণ' নির্ধারণের জন্য বিবেচনা করা হবে এবং যেটির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম তা 'বাণিজ্যিক পরিমাণ' নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হবে। এন্ট্রি ২৩৯ ও চিহ্নগুলি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে যে, এটি কেবলমাত্র তখনই কার্যকর হয় যখন আটক দ্রব্যটি দুই বা ততোধিক মাদকদ্রব্যের সংমিশ্রণ হয়; যেমন – দুটি বা ততোধিক মাদকদ্রব্যের সংমিশ্রণ [উদাহরণস্বরূপ: 'চরস' ও 'গাঁজা'], অথবা দুটি বা ততোধিক মনঃপ্রভাবকারী পদার্থের সংমিশ্রণ [যেমন: 'ফেন্টানিল' ও 'জোলিপিডেম'], অথবা একটি মাদকদ্রব্য ও একটি মনঃপ্রভাবকারী পদার্থের সংমিশ্রণ [যেমন: 'কোকেন' ও 'লাইসারজাইড (এলএসডি)']। ২০০১ সালের বিজ্ঞপ্তির এন্ট্রি ২৩৯-এ ব্যবহৃত ভাষা, এনডিপিএস আইনের ধারা ৩১এ এর টেবিলের এন্ট্রি (viii)-তে ব্যবহৃত ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা একইভাবে দুই বা ততোধিক মাদকদ্রব্যের সংমিশ্রণ সংক্রান্ত। উক্ত এন্ট্রি (viii) অথবা ২০০১ সালের বিজ্ঞপ্তির এন্ট্রি ২৩৯-এ কোথাও বলা হয়নি যে, যদি দুই বা ততোধিক মাদকদ্রব্যের সংমিশ্রণ হয়, তাহলে সমগ্র মিশ্রণের ওজন অর্থাৎ উভয় মাদকদ্রব্যের সম্মিলিত ওজন বিবেচনায় নেওয়া হবে;

৫.১০ দুই বা ততোধিক মাদকদ্রব্যের সংমিশ্রণ থাকলে, উক্ত মিশ্রণে যে মাদকদ্রব্যটির 'ছোট' অথবা 'বাণিজ্যিক' পরিমাণের নির্ধারিত সীমা অপেক্ষাকৃত কম, সেটিকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০ গ্রাম ওজনের একটি মিশ্রণ আটক হয়েছে। উক্ত মিশ্রণের উপাদানসমূহ হল: ১১০ গ্রাম চরস এবং ৯০ গ্রাম গাঁজা। ২০০১ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এন্ট্রি ২৩-এ চরসের ছোট পরিমাণ ১০০ গ্রাম এবং এন্ট্রি ৫৫-এ গাঁজার ছোট পরিমাণ ১০০০ গ্রাম বা ১ কেজি। এন্ট্রি ২৩৯ অনুযায়ী, এই ক্ষেত্রে আটককৃত পরিমাণ চরসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, গাঁজার ভিত্তিতে নয়। অতএব, যার কাছ থেকে এই মিশ্রণটি আটক হয়েছে, তাকে 'মধ্যবর্তী পরিমাণ' (মধ্যবর্তী পরিমাণ)অনুযায়ী দায়ী করা হবে [কারণ চরসের পরিমাণ ছোট পরিমাণের বেশি কিন্তু বাণিজ্যিক পরিমাণের কম] এবং সে গাঁজার নির্ধারিত ছোট পরিমাণের সুবিধা দাবি করতে পারবে না, যদিও তার কাছ থেকে পাওয়া গাঁজা গাঁজার ছোট পরিমাণের চেয়েও কম ছিল যেটি ২০০১ সালের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত হয়েছে।

৫.১১ তিনি যুক্তি দেন যে ই. মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, কারণ এতে নেশা দ্রব্য এবং সাইকেরোট্রপিক পদার্থ আইনের বিভিন্ন ধারার পর্যালোচনা করা হয়েছে; দুই হাজার এক সালে নেশা দ্রব্য সংশোধনী আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে; সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে আইনের আওতায় শাস্তিমূলক কার্যক্রম মূলত ধর্ষিত সামগ্রীর প্রকৃত পরিমাণের উপর নির্ভরশীল; এবং এটি আইনে উল্লিখিত অবস্থানকে পুনর্ব্যক্ত করেছে।

৫.১২ উপস্থাপিত হয়েছে যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত তার সিদ্ধান্ত তারিখ ৮ মে ২০১২, মামলার নাম এম জাফর আলম বনাম রাষ্ট্র, ফৌজদারি অস্থায়ী মামলা নং ৩৭৪৬১/২০১১, এ প্রকৃত এবং বাস্তব পরিমাণের নেশাজাতীয় দ্রব্য যথাযথভাবে নির্ণয় করতে এবং আইনকে সতর্কতা ও কঠোরতার সাথে ব্যাখ্যা করতে নির্দেশ দিয়েছে।

আলোচনা

৬। প্রাসঙ্গিক পক্ষের শুনানি শেষে এবং রেফারেন্স আদেশ বিবেচনা করে, এই আদালতের বিবেচনার বিষয় হলো, নেশা দ্রব্য এবং জব্দকৃত পদার্থের মিশ্রণকে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নাকি সংশ্লিষ্ট নেশাজাতীয় দ্রব্যের প্রকৃত পরিমাণের ভিত্তিতে বিচার করা উচিত? অর্থাৎ, প্রশ্ন হচ্ছে, যখন মিশ্রণে এক বা একাধিক নিরপেক্ষ পদার্থসহ নেশাজাতীয় দ্রব্য বা সাইকেরোট্রপিক পদার্থের ক্ষুদ্র বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, তখন নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণ বিবেচনায় আনা হবে না, নাকি মাত্রা নির্ধারণের জন্য অপরাধমূলক দ্রব্যের প্রকৃত ওজনের পরিমাণই প্রাসঙ্গিক হবে? এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য যে, ই. মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) মামলার সিদ্ধান্তের পর, নোটিফিকেশন নং এস.ও.২৯৪২(ই) তারিখ ১৮ নভেম্বর ২০০৯ দ্বারা নোটিফিকেশন নং এস.ও.১০৫৫(ই) তারিখ ১৯ অক্টোবর ২০০১ এ "নোট ৪" সংযোজিত হয়েছে, যা নেশাজাতীয় দ্রব্য বা সাইকেরোট্রপিক পদার্থের ক্ষুদ্র পরিমাণ এবং বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণ করে। উক্ত নোট ৪ এ নিম্নরূপ উল্লেখ রয়েছে:

"টেবিলের কলাম ৫ এবং ৬-এ প্রদত্ত পরিমাণসমূহ সংশ্লিষ্ট কলাম ২-এ প্রদত্ত নির্দিষ্ট নেশাজাতীয় দ্রব্যের জন্য, মিশ্রণ বা যেকোনো দ্রবণ বা এক বা একাধিক নেশাজাতীয় দ্রব্য বা সাইকেরোট্রপিক পদার্থের জন্য প্রযোজ্য হবে, তা ওষুধের আকারে হোক বা আইসোমার, এস্টার, ইথার এবং লবণ অথবা এই দ্রব্যগুলোর লবণ, এস্টার, ইথার এবং আইসোমারের আকারে থাকুক, যেখানে ঐ ধরনের পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব এবং কেবলমাত্র এর বিশুদ্ধ দ্রব্যবস্তুর পরিমাণ নয়।"

৬.১ প্রারম্ভেই উল্লেখযোগ্য যে, এই আদালতের ই. মাইকেল রাজ (উপরোক্ত) মামলার পূর্বে একটি সুসংগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, যেখানে কোনও মিশ্রণে মাদকদ্রব্য বা মনঃপ্রভাবিত পদার্থের সঙ্গে এক বা একাধিক নিরপেক্ষ পদার্থ/উপাদান যুক্ত থাকে, সেখানে "স্বল্প পরিমাণ" বা "বাণিজ্যিক পরিমাণ" নির্ধারণের সময় সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত ও জব্দকৃত মাদক/প্রস্তুতি/মিশ্রণের ওজন সহ নিরপেক্ষ উপাদান/উপাদানের পরিমাণও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। তবে ই. মাইকেল রাজ (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালত প্রথমবার একটি ভিন্ন মত গ্রহণ করে এবং শুধুমাত্র মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবিত পদার্থ (সংশোধনী) আইন, ২০০১-এর উপর ভিত্তি করে, যার দ্বারা এনডিপিএস আইন, ধারা ২১ সংশোধিত হয়, এই মত প্রদান করে যে, যেখানে মাদকদ্রব্য বা মনঃপ্রভাবিত পদার্থের মিশ্রণে এক বা একাধিক নিরপেক্ষ উপাদান থাকে, সেখানে কেবলমাত্র মাদকদ্রব্যের প্রকৃত পরিমাণ (ওজন অনুযায়ী) বিবেচ্য হবে "স্বল্প পরিমাণ" বা "বাণিজ্যিক পরিমাণ" নির্ধারণের জন্য।

৬.২ অতএব, সর্বপ্রথমে আমরা ই. মাইকেল রাজ (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের প্রদত্ত যুক্তিগুলি বিবেচনা করতে চাই। উক্ত মামলার তথ্যে দেখা যায় যে, জব্দকৃত বস্তু ছিল ৪ কেজি হেরোইন, যা ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির এন্ট্রি ৫৬-এর আওতাভুক্ত। উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, হেরোইন-এর ক্ষেত্রে ৫ গ্রাম একটি স্বল্প পরিমাণ এবং ২৫০ গ্রাম একটি বাণিজ্যিক পরিমাণ। তবে এই আদালত হেরোইনকে অপিয়ামজাত ডেরিভেটিভ হিসেবে গণ্য করে, যাকে একটি প্রস্তুত মাদক হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী জব্দকৃত উপাদানকে স্বল্প পরিমাণ হিসাবে চিহ্নিত করে এবং যথাযথভাবে শাস্তি প্রদান করে। এই রায় প্রদানকালে, আদালত ২০০১ সালের সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য ও কারণ বিবেচনা করে এবং পরে অনুচ্ছেদ ১২ থেকে ১৫-এ নিম্নরূপ মন্তব্য করে:

"১২. অপরাধজনক পদার্থের অধিকারকে এনডিপিএস আইন অনুযায়ী একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে, কারণ হেরোইন হলো একটি অপিয়ামজাত ডেরিভেটিভ, ধারা ২(১৬)(ই) অনুসারে, যেখানে বলা হয়েছে যে ০.২ শতাংশের বেশি মরফিন বা কোনও ডায়াসেটাইলমরফিন-যুক্ত সকল প্রস্তুতি হলো অপিয়ামজাত ডেরিভেটিভ। তদ্ব্যতীত, ধারা ২(১১) অনুযায়ী, সমস্ত অপিয়ামজাত ডেরিভেটিভ প্রস্তুত মাদকের শ্রেণিতে পড়ে। অতএব, আমরা উপসংহারে পৌঁছাই যে, অপরাধজনক পদার্থটি একটি অপিয়ামজাত ডেরিভেটিভ এবং সেইজন্য এটি একটি প্রস্তুত মাদক, যার অধিকার এনডিপিএস আইনের ধারা ৮-এর বিধান লঙ্ঘন করে, যেটি কিছু কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে, যেমন কেউ মাদকদ্রব্য বা মনঃপ্রভাবিত পদার্থ উৎপাদন,

প্রস্তুত, অধিকার, বিক্রয়, ক্রয়, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, ব্যবহার, ভোগ, আন্তঃরাজ্য আমদানি, আন্তঃরাজ্য রপ্তানি, ভারতে আমদানি, ভারত থেকে রপ্তানি অথবা পরিবহন করতে পারবে না।"

১৩. বর্তমান মামলায় অভিযুক্ত-আবেদনকারীর দখলে পাওয়া আফিমজাত দ্রব্যটি মাদকদ্রব্য এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন-এর ৮ ধারা অনুযায়ী নিষিদ্ধ এবং সেইজন্য ২১ ধারার অধীনে দণ্ডনীয়। এখানে কেবল দণ্ডের পরিমাণ সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

১৪. সংশোধনী আইন প্রবর্তনের ফলে দণ্ড কাঠামোতে এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে। সংশোধনী আইন দ্বারা প্রথমবারের মতো ২ ধারায় (ছাঁদ (viia)) "বাণিজ্যিক পরিমাণ" ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা সংজ্ঞায়িত করে যে এটি এমন কোন পরিমাণ যা কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি। আরও, "স্বল্প পরিমাণ" শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ২ ধারার (ছাঁদ (xxiiia)) অধীনে, যা নির্দেশ করে যে এটি এমন কোনও পরিমাণ যা কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম। এই যৌক্তিককৃত দণ্ড কাঠামোর অধীনে, দণ্ডের পরিমাণ পরিবর্তিত হবে অপরাধজনিত দ্রব্যের পরিমাণ 'স্বল্প পরিমাণ', 'বাণিজ্যিক পরিমাণ' বা তার মধ্যবর্তী কিছু কি না, তার ওপর নির্ভর করে।

১৫. ২০০১ সালের সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য ও কারণসমূহের বিবৃতি থেকে মনে হয় যে আইনপ্রণেতার উদ্দেশ্য ছিল দণ্ড কাঠামোকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলা, যাতে করে যারা বিপুল পরিমাণে মাদক ব্যবসায় লিপ্ত তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া যায়, অথচ যারা আসক্ত বা অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর অপরাধ করে তাদেরকে কম শাস্তি প্রদান করা যায়। যুক্তিসঙ্গত দণ্ড কাঠামোর অধীনে, অপরাধজনিত দ্রব্যের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তির পরিমাণ পরিবর্তিত হবে। অতএব, আমরা প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এই যুক্তি মেনে নিতে পারি না যে বিশুদ্ধতার মাত্রা অপ্রাসঙ্গিক, কারণ কোনো প্রস্তুত উপাদান যদি ২৫০ গ্রাম 'বাণিজ্যিক পরিমাণ' ছাড়িয়ে যায় এবং তাতে ০.২% বা তার বেশি হেরোইন থাকে, তবে তা ২১(গ) ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হবে,

এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ আইনপ্রণেতার উদ্দেশ্য আমাদের দৃষ্টিতে হলো মিশ্রণের মোট ওজনের ওপর নয়, বরং মিশ্রণে থাকা প্রকৃত মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনুসারে শাস্তি নির্ধারণ করা। এই যুক্তিটি নিম্নলিখিত যুক্তিবলে যাচাই করা যায়। ধরা যাক, কোনো অভিযুক্তের কাছ থেকে ৪ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে, তবে এটি স্বল্প পরিমাণ হিসেবে গণ্য হবে, কিন্তু যদি সেই একই ৪ গ্রাম হেরোইন ৫০ কেজি গুঁড়ো চিনি বা অন্য কোনও নিরপেক্ষ পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা হয়, তবে তা বাণিজ্যিক পরিমাণ হিসেবে গণ্য হবে। যদি কোনো মাদকদ্রব্য বা মনঃপ্রভাবকারী পদার্থ এক বা একাধিক নিরপেক্ষ পদার্থের সঙ্গে মিশ্রণ হিসেবে পাওয়া যায়, তাহলে নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণ স্বল্প পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে না। কেবলমাত্র প্রকৃত মাদকদ্রব্যের ওজনই এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক। আমাদের দৃষ্টিতে সংশোধনী প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল যারা অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর অপরাধ করে তাদের কম শাস্তি প্রদান করা এবং যারা বিপুল পরিমাণে মাদক পাচার করে তাদের কঠোর শাস্তি প্রদান করা।

৬.৩. উপরিউক্ত বিষয়ে এই আদালত কর্তৃক *ই. মাইকেল রাজ* মামলায় প্রদত্ত যুক্তিগুলির আলোচনার পর আমরা এই অভিমত পোষণ করি যে, যখন কোন মাদকদ্রব্য বা মনোপ্রভাবক পদার্থ এক বা একাধিক নিরপেক্ষ পদার্থের সঙ্গে মিশ্রণে থাকে, তখন নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণকে বিবেচনায় নেওয়া হবে না এবং কেবলমাত্র প্রকৃত মাদকদ্রব্যের ওজন অনুযায়ী তার পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে — সেটি "স্বল্প পরিমাণ না বাণিজ্যিক পরিমাণ" কিনা তা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে। এই আদালত সেই রায় প্রদানকালে ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির প্রাসঙ্গিক এন্ট্রিটি মোটেই বিবেচনায় নেয়নি। উপরিউক্তরূপে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা হিরোইন, যা এন্ট্রি ৫৬-তে পড়ে। যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তা আফিম এবং / অথবা আফিমজাত পদার্থ নয়। এমনকি এই আদালত কর্তৃক এমন কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তও দেওয়া হয়নি যে, এটি এন্ট্রি ২৩৯-এ পড়ে — অর্থাৎ এমন কোনো মিশ্রণ বা প্রস্তুতি যার মধ্যে নিরপেক্ষ উপাদান সহ বা নিরপেক্ষ উপাদান ব্যতিরেকেও কিছু থাকতে পারে। অতএব, মাদকদ্রব্য বা মনোপ্রভাবক পদার্থের মিশ্রণের মামলা এই আদালতের সরাসরি বিবেচনার বিষয় ছিল না।

৬.৪. এমনকি এটি প্রতীয়মান হয় না যে, এই আদালত ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির নোট ২ বিবেচনায় নিয়েছে, যা নিম্নরূপ:

"উপরোক্ত ওষুধসমূহের বিপরীতে প্রদর্শিত পরিমাণসমূহ ঐ ওষুধের প্রস্তুতিগুলিতেও এবং নোট ১ এর উপাদানসমূহের প্রস্তুতিগুলিতেও প্রযোজ্য।"

যদি এই আদালত নোট ২ বিবেচনা করতো এবং যাঁরা জব্দকৃত বস্তু "হিরোইন" হয়, সেই ক্ষেত্রে যদি ৪.৫ কেজি হিরোইন জব্দ হতো, তাহলে আদালত এটি "বাণিজ্যিক পরিমাণ" বলে বিবেচনা করতো কারণ এন্ট্রি ৫৬ অনুযায়ী, ৫ গ্রাম "ছোট পরিমাণ" এবং ২৫০ গ্রাম বা তার বেশি "বাণিজ্যিক পরিমাণ" হিসেবে গণ্য।

অতএব, আমরা এই আদালতের ই.মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) মামলায় গৃহীত মতের সাথে একমত নই, যেখানে মনে করা হয়েছে যে নেশাজাতীয় ওষুধ বা মানসিক প্রভাবক পদার্থের মিশ্রণে এক বা একাধিক নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণ বিবেচনায় আনা হবে না এবং শুধুমাত্র নেশাজাতীয় ওষুধের প্রকৃত ওজন প্রাসঙ্গিক, যা "ছোট পরিমাণ" অথবা "বাণিজ্যিক পরিমাণ" নির্ধারণের জন্য গ্রহণযোগ্য।

৭। উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময় বিবেচিত কারণসমূহ বিবেচনা করলেও, আমাদের মনে হয় যে ২০০১ সালের সংশোধনী আইন সম্পর্কিত উদ্দেশ্য ও কারণ বিবৃতিটি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি এবং/অথবা বিবেচিত হয়নি এবং/অথবা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। ২০০১ সালের সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য ও কারণ বিবৃতিটি বিবেচনা করলে, যেখানে ছোট পরিমাণ ও বাণিজ্যিক পরিমাণের জন্য পৃথক সাজা বিধান করা হয়েছে, বলা যায় না যে আইনসভা শুধুমাত্র অভিযুক্ত ওষুধের প্রকৃত ওজনকে বিবেচনা করার উদ্দেশ্য রেখেছিল "ছোট পরিমাণ" বা "বাণিজ্যিক পরিমাণ" নির্ধারণের জন্য। ২০০১ সালের সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য ও কারণ বিবৃতিটি নিম্নরূপ:

"২০০১ সালের সংশোধনী আইন সম্পর্কিত উদ্দেশ্য ও কারণ বিবৃতি নিম্নরূপ:

১৯৮৫ সালের নেশাজাতীয় ওষুধ ও মানসিক প্রভাবক পদার্থ আইন বিভিন্ন অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করে, যা অবৈধ নেশাজাতীয় ওষুধ এবং মানসিক প্রভাবক পদার্থের চোরাচালান সংক্রান্ত। অধিকাংশ অপরাধের জন্য ন্যূনতম দশ বছর কঠোর কারাদণ্ড যা বিশ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে, নির্ধারিত হয়েছে। আইনটিতে ড্রাগ চোরাচালানকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও, আসক্তদের প্রতি সংস্কারমুখী মনোভাব প্রতিপাদিত হয়েছে। বিচারিক বিলম্বের কারণে দেখা গেছে যে আসক্তরা আইন প্রয়োগ করতে আগ্রহী নয়।"

নিয়মিত জামিন প্রদানের কঠোর বিধানসমূহ উক্ত আইনের অধীন আরও দুর্ভোগ সৃষ্টি করে।

সেহেতু প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, শাস্তির কাঠামোকে যুক্তিসঙ্গত করা হউক, যাতে করে যাহারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মাদক পাচারে জড়িত তাহারা নিরুৎসাহমূলক শাস্তি ভোগ করুক, কিন্তু আসক্তগণ এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত কম গুরুতর অপরাধ করে, তাহারা তুলনামূলকভাবে হালকা শাস্তি পাইবে। এইজন্য উক্ত আইনে প্রদত্ত শাস্তির কাঠামো যুক্তিসঙ্গত করা প্রয়োজন। এছাড়াও, প্রস্তাব করা হইয়াছে যে কঠোর জামিন বিধান শুধুমাত্র তাহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হউক, যাহারা গুরুতর অপরাধে লিপ্ত।

উক্ত উদ্দেশ্য ও কারণ বিবৃতি পাঠ করিলে সহজেই বোঝা যায় না যে আইন প্রণেতার অভিপ্রায় ছিল অপরাধমূলক মাদকের প্রকৃত ওজন বিবেচনা করা, যাহা হইবে কি না স্বল্প পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্য। অতএব, আমরা এই মর্মে অভিমত পোষণ করিতেছি যে, শুধুমাত্র অপরাধজনক মাদকের প্রকৃত ওজনকেই যদি ধরা হয় স্বল্প পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্য, তাহা হইলে এই আদালত উক্ত উদ্দেশ্য ও কারণ বিবৃতিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহার চেয়েও অধিক কিছু পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে।

৭.১ অতএব, যখন এই আদালত *ই. মাইকেল রাজ* (উপরিউক্ত) মামলাটি নির্ধারণ করিয়াছিল, তখন উক্ত আদালত ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির টীকা ২ একেবারেই বিবেচনায় আনেনি এবং এই আদালত অতিরিক্তভাবে পাঠ করিয়াছে যাহা উদ্দেশ্য ও কারণ বিবৃতিতে বলা হয়নি এবং নিম্নলিখিত কারণে, আমরা যুক্তির দিক দিয়া *ই. মাইকেল রাজ* (উপরিউক্ত) মামলায় এই আদালতের মতের সহিত একমত হইতে পারি না, যাহা হইল, যেই মিশ্রণে এক বা একাধিক নিরপেক্ষ পদার্থের সঙ্গে কোনো মাদকদ্রব্য বা মনঃপ্রভাবিত পদার্থ থাকে, সেইক্ষেত্রে নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণ বিবেচনায় আনা হইবে না বা শুধুমাত্র অপরাধজনক মাদকের প্রকৃত ওজনই প্রাসঙ্গিক হইবে। এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য যে *ই. মাইকেল রাজ* (উপরিউক্ত) মামলায়, উক্ত আদালতের সম্মুখে 'হেরোইন' বিষয়ক একটি মামলা ছিল এবং তাহা কোনোভাবেই ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির এন্ট্রি ২৩৯ এর আওতাভুক্ত কোনো মিশ্রণ ছিল না।

৮. মূল বিষয়ে, যেখানে এক বা একাধিক নিরপেক্ষ পদার্থের সঙ্গে মাদকদ্রব্য বা মনঃপ্রভাবিত পদার্থের মিশ্রণ থাকে, সেইক্ষেত্রে নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণ বিবেচনায় আনা হইবে না অথবা শুধুমাত্র অপরাধজনক মাদকের প্রকৃত ওজনই প্রাসঙ্গিক হইবে কি না, যাহা দ্বারা নির্ধারিত হইবে, উহা "স্বল্প পরিমাণ" অথবা "বাণিজ্যিক পরিমাণ" গঠিত কি না।

নির্দিষ্ট দ্রব্য ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ সংক্রান্ত আইন (এনডিপিএস) এর উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি বিবেচনা করা প্রয়োজন। এনডিপিএস আইন, ১৯৮৫-এর প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, এটি একটি আইন যা নির্দিষ্ট দ্রব্য সম্পর্কিত আইনের সমন্বয় ও সংশোধনের জন্য, নির্দিষ্ট দ্রব্য এবং মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ সম্পর্কিত কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ কঠোর করার জন্য প্রণীত হয়েছে। এছাড়াও, এই আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট দ্রব্য ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থের অবৈধ ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত বা ব্যবহৃত সম্পত্তি জব্দ করার বিধান করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি এবং এনডিপিএস আইনের প্রস্তাবনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই আইনটি বিরোধ নিষেধক হিসেবে কার্যকর হওয়া দরকার এবং এর বিধানসমূহ যথেষ্ট কঠোর হওয়া উচিত যাতে আইনটি বিরোধ নিষেধক হিসেবে কাজ করতে পারে।

৮.১। নির্দেশক শাখা বনাম দীপক মাহাজন এবং অপর (১৯৯৪) ৩ এসসিসি ৪৪০-এর রায়ে এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, প্রতিটি আইন ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে প্রণীত হয়, কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে ব্যর্থ করার জন্য নয়। আদালতের উদ্দেশ্য শুধু আইন ব্যাখ্যা করা, আইন প্রণয়ন নয়; তবুও আইন প্রণেতাদের তাদের উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের জটিলতা সমাধানের জন্য অপেক্ষা করা যায় না। আদালতের দায়িত্ব হল আইনকে সৃজনশীল ও উদারভাবে ব্যাখ্যা করা। উক্ত রায়ে এই আদালত ম্যাক্সওয়েলের "আইন ব্যাখ্যা" দশম সংস্করণ পৃষ্ঠা ২২৯ থেকে নিম্নোক্ত উদ্‌ধৃতিও প্রদান করেছেন:

“যেখানে কোন আইন, তার সাধারণ অর্থ ও ব্যাকরণগত গঠন অনুসারে, প্রদত্ত আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যের সাথে স্পষ্টভাবে বিরোধ করে, অথবা এমন কোনো অসুবিধা, অযৌক্তিকতা, কষ্ট বা অবিচার ঘটে যা অনুমেয় নয়, সেখানে এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যেতে পারে যা শব্দের অর্থ এবং বাক্যের গঠনকে পরিবর্তন করে। ... যেখানে আইনের মূল উদ্দেশ্য ও মনোভাব স্পষ্ট, সেখানে এটি নির্মাতা আইনজীবীর অদক্ষতা বা অজ্ঞতার কারণে নিষ্ক্রিয় করা উচিত নয়, শুধুমাত্র প্রয়োজনীয়তা বা ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ অযোগ্যতার ক্ষেত্রে ব্যতীত।”

এরপর আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইন প্রণেতার মনোভাব বোঝার জন্য আদালতরা আইন প্রণয়নের প্রকাশিত উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত মনোভাব বিবেচনা করতে পারে। অন্যথায়, শব্দের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা এবং উদ্দেশ্যহীন আইন প্রয়োগ আইন প্রণেতাকে নিষ্ক্রিয় করে তুলবে।

অতএব, পর্যবেক্ষণ করা হলো যে প্রদত্ত পরিস্থিতিতে, আদালতগণ কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারে এবং আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য বিবেচনা করতে পারে; কখনও কখনও এটি অত্যাবশ্যক হতে পারে যাতে আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য ও বিধানের অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শব্দের বাইরে গিয়ে অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনায় নেওয়া হয় যাতে কোনো অযৌক্তিকতা বা ব্যবহারিক অসুবিধা সৃষ্টি না হয় এবং আইন প্রণয়নের কার্যক্রম, তার পরিধি ও উদ্দেশ্য বৃথা না যায়।

৮.২ অতএব, এনডিপিএস আইন এর উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতির এবং প্রস্তাবনার আলোকে এবং সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহের পর্যালোচনায়, দেখা যায় যে আইন প্রণেতার কখনওই উদ্দেশ্য ছিল না নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অপরাধমূলক পদার্থের ওজন বিবেচনা করা, যা ছোট পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক। এনডিপিএস আইনের ধারা ২ এর উপধারা (ভি আই এ) এবং (এক্স এক্স এক্স আই আই আই এ)-এ নেশাজাতীয় ওষুধ এবং সাইকোট্রপিক পদার্থের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে (ধারা ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৭ ও ৪৩)। ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত তালিকায়, কলাম নং ২-এ নেশাজাতীয় ওষুধ ও সাইকোট্রপিক পদার্থের নাম উল্লেখ রয়েছে এবং কলাম নং ৫ ও ৬-এ যথাক্রমে "ছোট পরিমাণ" এবং "বাণিজ্যিক পরিমাণ" উল্লেখ রয়েছে। ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির নোট ২-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তালিকাভুক্ত ওষুধসমূহের বিপরীতে প্রদত্ত পরিমাণ প্রযোজ্য ওষুধ প্রস্তুতি এবং নোট ১-এ উল্লিখিত পদার্থের প্রস্তুতিতেও। নোট ১ অনুযায়ী, তালিকাভুক্ত ওষুধসমূহের বিপরীতে প্রদত্ত ছোট পরিমাণ এবং বাণিজ্যিক পরিমাণ আইসমারগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যখনই এমন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব। অতএব, কলাম নং ২-এ উল্লিখিত নেশাজাতীয় ওষুধ ও সাইকোট্রপিক পদার্থের "ছোট পরিমাণ" বা "বাণিজ্যিক পরিমাণ" নির্ধারণের ক্ষেত্রে কলাম নং ৫ ও ৬-এ প্রদত্ত পরিমাণ বিবেচনায় নিতে হবে। তবে, নেশাজাতীয় ওষুধ/সাইকোট্রপিক ওষুধসমূহের মিশ্রণ বা প্রস্তুতি, যা তালিকার ওষুধসমূহের সঙ্গে নিরপেক্ষ পদার্থসহ বা বিহীন, সেক্ষেত্রে মিশ্রণের অংশ গঠনের নেশাজাতীয় ওষুধ বা সাইকোট্রপিক পদার্থের বিপরীতে প্রদত্ত ছোট পরিমাণের মধ্যে যা কম তা গ্রহণ করতে হবে এবং বাণিজ্যিক পরিমাণের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, ১০০ গ্রাম মিশ্রণ জব্দ করা হয়েছে, যার মধ্যে দুই ধরনের নেশাজাতীয় ওষুধ ও সাইকোট্রপিক পদার্থ রয়েছে এবং নিরপেক্ষ পদার্থও রয়েছে, একটি হলো হেরোইন এবং অন্যটি মেথাডোন, সেক্ষেত্রে উক্ত দুই নেশাজাতীয় ওষুধ ও সাইকোট্রপিক পদার্থের বিপরীতে প্রদত্ত বাণিজ্যিক পরিমাণের মধ্যে কম যা তা বিবেচনায় নিতে হবে।

অধিকার নিরূপণের জন্য "ছোট পরিমাণ অথবা বাণিজ্যিক পরিমাণ" নির্ধারণের ক্ষেত্রে, প্রবেশিকা ২৩৯ এর ক্ষেত্রে, পুরো মিশ্রণ/মাদকদ্রব্যের ওজন, যাই হোক না কেন নিরপেক্ষ পদার্থের ওজন, এখানে উল্লিখিত শর্তাবলীর অধীনেই বিবেচনা করতে হবে। যদি এই আদালতের ই. মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) মামলার মতামত গ্রহণ করা হয়, তাহলে সেটি আইন প্রণেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিধানগুলোর সাথে অতিরিক্ত কিছু যোগ করার সমতুল্য হবে যা বিধিবদ্ধ নয় এবং কখনোই আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য ছিল না।

৮.৩ এই পর্যায়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অবৈধ মাদকদ্রব্য প্রায়শই খাঁটি রূপে বিক্রয় হয় না। এগুলো প্রায়ই অন্য পদার্থের সাথে মিশ্রিত বা কাটিং করা হয়। ক্যাফেইন হেরোইনের সাথে মিশ্রিত করা হয়, যা হেরোইনকে কম তাপে বাষ্পীভূত করে। এতে ব্যবহারকারীরা দ্রুত মাদক গ্রহণ করতে পারে এবং দ্রুত বেশি প্রভাব অনুভব করে। অ্যাসপিরিন, ভাঙা ট্যাবলেট, এগুলো যথেষ্ট পরিমাণে গুঁড়ো থাকতে পারে যা মাদকগুলোর প্রতিকারক ডোজ সংশোধন করতে পারে। হেরোইনের উদাহরণ নেয়া যাক। এটি একটি শক্তিশালী ও অবৈধ রাস্তার মাদক এবং মরফিন থেকে উদ্ভূত অপিয়েট। এই মাদক সহজেই বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে "কাটা" হয়। অর্থাৎ মাদক বিক্রেতা অন্যান্য মাদক বা অমাদকীয় পদার্থ মিশিয়ে নিজের খরচ কমিয়ে বেশি বিক্রি করতে পারে। ব্রাউন-সুগার/স্ম্যাক সাধারণত গুঁড়োর রূপে পাওয়া যায়। এই পদার্থের মাত্র প্রায় ২০% হেরোইন থাকে। হেরোইনের সাথে অন্যান্য পদার্থ যেমন চক গুঁড়ো, জিঙ্ক অক্সাইড মিশ্রিত থাকে, যার ফলে মাদকটি সস্তা হলেও বিপজ্জনক হয়। এই কয়েকটি উদাহরণ প্রমাণ করে যে নারকোটিক মাদক বা মনোবিকল্প পদার্থের মিশ্রণও অধিক বিপজ্জনক। অতএব, যা ক্ষতিকারক বা অপকারক তা হল পুরো মিশ্রণ/ট্যাবলেট, যা নিরপেক্ষ পদার্থ এবং নারকোটিক মাদক বা মনোবিকল্প পদার্থ নিয়ে গঠিত। তাই, যদি গ্রহণ করা হয় যে শুধুমাত্র অপরাধমূলক মাদকের প্রকৃত ওজনই ছোট পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক, তবে এনডিপিএস আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। "বাণিজ্যিক পরিমাণ"-এর জন্য কিছু শাস্তি থাকলেও, তা অবশ্যই আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য ছিল না।

৮.৪ “নির্মাণ,” “নির্মিত মাদক” এবং “প্রস্তুতি” সংজ্ঞাগুলো একত্রে বিবেচনা করলেও, “নির্মিত মাদক” বা “প্রস্তুতি”-এর মোট ওজন, যার মধ্যে নিরপেক্ষ পদার্থও অন্তর্ভুক্ত, ছোট পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নিতে হবে। এই রকম ব্যাখ্যা দিলে এবং কেবল তখনই এনডিপিএস আইনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য অর্জিত হবে।

অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় থেকে আইনটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাহত করা যাবে না যা হলো: এই আইন প্রতিরোধমূলক।

৮.৫। নেশাসক্ত ব্যক্তিদের সমস্যা আন্তর্জাতিক এবং মাফিয়া সারাবিশ্বে কাজ করছে। এটি সমাজবিরোধী অপরাধ এবং কঠোর হাতে মোকাবিলা করতে হবে। ভারতের যুবসমাজের মধ্যে মাদকের ব্যবহার বেড়েছে। জাতিকে দুর্বল করার জন্য মাদকের ব্যবহার হচ্ছে। ব্রিটিশ শাসনের সময় বিপজ্জনক মাদকপদার্থের চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়েছিল ওপিয়াম আইন, ১৮৫৭ কার্যকর করে। ওপিয়াম আইন, ১৮৭৫ এবং বিপজ্জনক মাদক আইন, ১৯৩০ প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সাথে অবৈধ মাদক চলাচলের ক্ষেত্রে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অপব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচুর দুর্বলতা আইনগুলিতে চোখে পড়ে। অতএব, এই দুর্বলতা ও অসুবিধা দূর করার জন্য নাশকীয় মাদক ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ সংক্রান্ত একটি ব্যাপক আইন প্রণয়নের জরুরি প্রয়োজন দেখা দেয়, যা নাশকীয় মাদক ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ আইন প্রণয়নের কারণ হয়। যেমন উপরে উল্লেখিত হয়েছে, এই আইন একটি বিশেষ আইন এবং এর মহৎ লক্ষ্য আছে যা জনস্বাস্থ্য ও জাতীয় স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী সামাজিক দুর্ভোগ মোকাবিলার উদ্দেশ্য বহন করে। দোষীদের বিচার হওয়া প্রয়োজন এবং নির্দোষদের মুক্ত থাকা উচিত। মাদক পাচারের শাস্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও, এর প্রতিরোধমূলক দিক আরও গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, অবৈধ নাশকীয় ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থের চলাচল রোধের জন্য ১৯৮৮ সালের আইন প্রবর্তিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর শাস্তি দেওয়া নয়, বরং অবৈধ চলাচল প্রতিরোধ করা। অতএব, আদালতগণ নির্দোষ ব্যক্তিদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করবে। এই কারণে, আইনটির বিধানসমূহ ব্যাখ্যা করার সময় নাশকীয় মাদক ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, সামগ্রিক সমাজের প্রভাব বিবেচনায় রাখতে হবে এবং আইনটির ব্যাখ্যা যথাসম্ভব শাব্দিক অর্থে করতে হবে, উদারভাবে নয়, যাতে আইনটির লক্ষ্য ও প্রারম্ভিক বক্তব্য ব্যর্থ না হয়। সুতরাং, অভিযুক্ত ও হস্তক্ষেপকারীর পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত যে নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণ বিবেচনায় আনা হবে না এবং শুধুমাত্র অপরাধমূলক মাদকের প্রকৃত ওজন বিবেচ্য হবে, যা "সল্প পরিমাণ" বা "বাণিজ্যিক পরিমাণ" নির্ধারণে প্রাসঙ্গিক, তা গৃহীত হতে পারে না।

৯। এতদূর পর্যন্ত, ১৮.১১.২০০৯ তারিখে ভারত সরকারের জারি করা নোটিফিকেশন নং ২৯৪২(ই) এর বিরুদ্ধে আনা চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে, যার মাধ্যমে ১৯.১০.২০০১ তারিখের নোটিফিকেশন এস.ও. ১০৫৫(ই)-তে "নোট ৪" যোগ করা হয়েছে, যা নাশকীয় ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থের সল্প পরিমাণ ও বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণ করে,

বলা যেতে পারে এটি ব্যাখ্যামূলক এবং অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য। উপরে যেমন উল্লেখ হয়েছে, যখন নাশকীয় ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থের সাথে একটি বা একাধিক নিরপেক্ষ পদার্থের মিশ্রণ থাকলে সল্প বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, তখন নিরপেক্ষ পদার্থের ওজনও অন্তর্ভুক্ত থাকে, শুধুমাত্র অপরাধমূলক মাদকের প্রকৃত ওজন নয়। অতএব, ১৮.১১.২০০৯ তারিখের নোটিফিকেশন দ্বারা যোগ করা "নোট ৪" যদি না থাকত, তাতেও কোনো পার্থক্য হতো না এবং কোনো পরিবর্তন হতো না। মনে হয় এই আদালতের মিকাইল রাজ মামলার রায়ের পর অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য ভারত সরকার ১৮.১১.২০০৯ তারিখের নোটিফিকেশন প্রকাশ করেছে, যার মাধ্যমে "নোট ৪" যোগ করা হয়েছে। অতএব, ১৯.১০.২০০১ সালের নোটিফিকেশনে ১৮.১১.২০০৯ তারিখের নোটিফিকেশন যোগ করাকে ব্যাখ্যামূলক ও অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য বলা যেতে পারে। উপরোক্ত কারণবশত, ১৮.১১.২০০৯ তারিখের নোটিফিকেশনকে যা পূর্বের নোটিফিকেশন ১৯.১০.২০০১ এ "নোট ৪" যোগ করেছে, নাশকীয় ও মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ আইন বিধান ও কার্যক্রমের পরিপন্থী বলা যায় না।

৯.১। এই পর্যায়ে লক্ষ্যনীয় যে, ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি এনডিপিএস আইনের ধারা ২ এর উপধারা (ভি-আ) এবং (xxiiia) এর অধিকারপ্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে জারি করা হয়েছে। ধারা ২(ভি-আ) "বাণিজ্যিক পরিমাণ" সংজ্ঞায়িত করে এবং ধারা ২(xxiiia) "ছোট পরিমাণ" সংজ্ঞায়িত করে, যার অর্থ হল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত যেকোনো পরিমাণ, যা পরিস্থিতি অনুসারে বেশি বা কম হতে পারে। ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে যথাক্রমে নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থের জন্য ছোট পরিমাণ ও বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, অতিরিক্ত সাবধানতার স্বরূপ এবং স্পষ্টতা নিশ্চিত করার জন্য "নোট ৪" সংযোজন করা হয়েছে। অতএব, অভিযুক্ত ও হস্তক্ষেপকারীর পক্ষে যে এটি এনডিপিএস আইনের পরিকল্পনা ও প্রযোজ্য বিধানসমূহের বিরুদ্ধে, তা বলা যাবে না। সুতরাং, ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি এস.ও.১০৫৫(ই)-এ "নোট ৫" সংযোজনের বিষয়ে ১৮.১১.২০০৯ তারিখের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ করা ব্যর্থ হয়।

১০। উপরোক্ত বিবেচনা ও উক্ত কারণসমূহের জন্য রেফারেন্স নিম্নরূপ উত্তর দেয়া হলোঃ

(১)। এই আদালতের ই. মাইকেল রাজ (উল্লিখিত) মামলার সিদ্ধান্ত যে, নিষিদ্ধ মাদক বা সাইকোট্রপিক পদার্থের মিশ্রণে এক বা একাধিক নিরপেক্ষ পদার্থ থাকলে,

ছোট পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণ বিবেচনায় নেওয়া যাবে না এবং শুধুমাত্র অভিযুক্ত নিষিদ্ধ মাদক বা সাইকোট্রপিক পদার্থের প্রকৃত ওজন বিবেচ্য, তা সঠিক আইন নয়;

(২)। নিষিদ্ধ মাদক বা সাইকোট্রপিক পদার্থের মিশ্রণ যেকোনো এক বা একাধিক নিরপেক্ষ পদার্থসহ উদ্ধার হলে, ছোট পরিমাণ বা বাণিজ্যিক পরিমাণ নির্ধারণের সময় নিরপেক্ষ পদার্থের পরিমাণও অভিযুক্ত পদার্থের প্রকৃত ওজনসহ বিবেচনায় নিতে হবে;

(৩)। এনডিপিএস আইনের ধারা ২১ স্বতন্ত্র বিধান নয় এবং এটি আইনের অন্যান্য বিধানসহ মিলিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে ১৮.১১.২০০৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি এস.ও.২৯৪২(ই) এবং ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি এস.ও.১০৫৫(ই);

(৪)। ১৯.১০.২০০১ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে "নোট ৪" সংযোজনের জন্য ১৮.১১.২০০৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জ ব্যর্থ এবং বলা হলো যে, এটি এনডিপিএস আইনের পরিকল্পনা ও প্রযোজ্য বিধানসমূহের পরিপন্থী নয়। অতএব, উক্ত বিজ্ঞপ্তি চ্যালেঞ্জকারী রিট আবেদন এবং ২০১৭ সালের দেওয়ানি আপীল নং ৫২১৮ মোক্ষিত করা হলো।

১১। রেফারেন্স যথাযথভাবে উত্তর দেয়া হলো। হস্তক্ষেপকারীর আবেদন নিষ্পত্তি করা হলো। যথোপযুক্ত আদালতের নিকট আপীলগুলো দাখিল করা হোক, যেখানে আইন ও মেরিটের আলোকে এবং উক্ত পর্যবেক্ষণ ও রেফারেন্সে প্রদত্ত উত্তরের আলোকে আপীলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

দেবিকা গুজরাল **রেফারেন্স উত্তরে উল্লেখিত।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal